বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬২, সংখ্যা ০৭, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৫, জুলাই ২০১৮

এ সংখ্যায়

- শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ
- শতাব্দী ভবণ নির্মার্ণ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
- হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদান
- স্মরণীয় বরনীয়
- তথ্য প্রযুক্তি
- সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
- চিত্র বিচিত্র
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT
বর্ষ ৬২ সংখ্যা ০৭
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৫
জুলাই ২০১৮

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোঃ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকার প্রধান হয়ে অত্যন্ত সাবলীল ও আন্তরিকতার সাথে এক ঝাক শিশু-কিশোরীর মাঝে খানিক সময় হারিয়ে যান তিনি। গণভবনের সবুজ চত্ত্বরে উপস্থিত শত শত শিশু কিশোরীর কল কাকলীর মাঝে তিনি তাঁর চির স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে ঘুরে ফিরে খোঁজ খবর নেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত কাব স্কাউট ছেলে-মেয়েদের। ২৯ জুলাই বিকেলে গণভবনে আয়োজন করা হয় শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান। সমবেত স্কাউট-স্কাউটারদের চকলেট, টফি, মিষ্টি, স্নাক্স, সুস্বাদু পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন ছিল অত্যন্ত মজাদার ও প্রশংসনীয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাবলীল প্রাণবন্ত বক্তব্য কাব স্কাউট, স্কাউট-স্কাউটারদের গুণমুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। তিনি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবারো স্কাউট দল গঠনের জন্য জোর আহ্বান জানান। গণভবনের অনুষ্ঠান নিয়ে এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ও ছবি প্রকাশিত হলো।

কাবিং ও রোভারিং এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন লগ্নে প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সেই সাথে স্কাউট সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনাও দেশের স্কাউটিংকে আরো গতিশীল করে তুলবে।

প্রত্যাশা রইল আগামী দিনের সমৃদ্ধশীল দেশ গঠন ও স্কাউটিং সম্প্রসারণে সকলেরই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালের জন্য শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের অ্যাওয়ার্ড বিতরণের ছবি।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

'মানবিক গুণ জাগ্রত করে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়তে হবে'- প্রধানমন্ত্রী	৩
শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড: প্রসঙ্গ কথা	৫
স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৬
হজ ক্যাম্পে সেবাদান কার্যক্রম	৭
২১ তম জাতীয় মালটিপারপাস ওয়ার্কশপ	৮
খোন্দকার জিল্লুর রহমান: স্কাউটের অন্যন্য ব্যক্তিত্ব	১১
নম্র হোন, সৌন্দয্য বাড়ান- নিবন্ধ	১৪
তথ্য-প্রযুক্তি	১৫
চিত্র বিচিত্র	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : মালয়েশিয়া ভ্রমণ খেলা-ধুলা	২৫
স্বদেশ বিবৃতি, স্বাস্থ্য কথা	২৬, ২৭
খেলাধুলা	২৮
ছড়া-কবিতা	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ

‘মানবিক গুণ জাগ্রত করে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়তে হবে’

- প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিকগুণাবলী জাগ্রত করে শিশুদের ছোটবেলা থেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বাবা-মা ও শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে দেশের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজ সেবায় কাজ করতে হবে। তিনি দেশব্যাপী স্কাউটস ও গার্ল গাইডস এর কর্মকান্ড আরো জোরদার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

২৯ জুলাই ২০১৮ গণভবন, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৫ ও ২০১৬ সালের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড বিতরণসহ গার্ল গাইডস এর জাতীয় কার্যালয় (১০ তলা গাইড হাউজ) এর উদ্বোধন এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর ০২ টি ব্যাজমেন্ট ও ১৬ তলা বিশিষ্ট স্কাউট শতাব্দি ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। গণভবনের অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার গার্ল গাইড’স ও স্কাউট ছেলে-মেয়ে সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান স্থল থেকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয় বেইলী রোডস্থ ১০তলা ভবন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কাকরাইলে ০২ টি ব্যাজমেন্ট ও ১৬ তলা বিশিষ্ট শতাব্দী ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় বিদ্যালয়ে স্কাউট দল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমান গার্ল গাইডস এর দল খোলা উচিত ছিল তা হয়নি। তিনি আরো বলেন, ছোট বেলায় আমরা দেখেছি, সে সময় নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপুল সংখ্যক গার্ল গাইডস কার্যক্রম চালু ছিল।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক নির্মূলে স্কাউটস ও গার্লস গাইডস এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মকে জনগণের সেবায় এগিয়ে

বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সম্বলিত স্কাউটের দীক্ষাদানের একটি ছবি ফ্রেম উপহার দেন স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

আসতে হবে। তিনি দেশেপ্রেমের ব্রত নিয়ে স্কাউটস ও গার্লস গাইডদের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, স্কাউটসের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা বলেছিলাম, তারা ইতোমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে এবং সাফল্য অর্জন করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট ও স্যুভেনীর প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও বাংলাদেশ গার্ল গাইড'স এসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার সৈয়দা রেহানা ইমাম। জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন, সৈয়দা রেহানা ইমাম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে স্কাউট ও গার্ল গাইডস সদস্যদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের ১২টি অঞ্চলের কাব স্কাউটদের মাঝে কাব স্কাউটিং এর সর্বোচ্চ সম্মান 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে তাঁদের ব্যাজ পরিয়ে দেন। ৬ থেকে ১১ বছর বয়েসীদের সংগঠন কাব স্কাউটসদের মধ্যে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ১১৮৩ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড: প্রসঙ্গ কথা

আমাদের দেশে ৬ থেকে ১১+ বছর বয়সী ছোট্ট সোনামনিরা স্কাউট কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারে। এ বয়সী স্কাউটদের 'কাব স্কাউট' বলা হয়ে থাকে। কাব বয়সীরা যেমন অনুকরণ প্রিয় তেমন নতুন বিষয় শিখতে বেশ আগ্রহী। তাইতো তারা সব সময় বাবা-মাকে বিভিন্ন প্রশ্ন ছুঁড়ে বিরক্ত আবার কখনো কখনো বিভ্রান্ত করে ফেলে। 'বাবা, ওটা কী?', 'মা, এটা কেন হয়?' ইত্যাদি। প্লেটোর মতে- 'প্রশ্ন থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি'। এমন বয়সীদের জন্য কাব স্কাউট প্রোগ্রামে সন্নিবেশিত কার্যক্রম তাদের মেধা ও মননকে শাণিত করতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

একজন কাব স্কাউটকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যে ১৮-২৪ মাসে 'কাব স্কাউট প্রোগ্রাম' এ সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ তার আকেলা (কাব স্কাউট লিডার) এর তত্ত্বাবধানে থেকে শিখতে হয়। এ সময়কালে তাকে সাঁতার শিখতে হয়, ৪টি দক্ষতা ব্যাজ এবং ১১টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। এছাড়া দেশীয় খেলা জানতে হয়, প্যাক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়, দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, দড়ির কাজ শিখতে হয়, সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়, প্রাথমিক প্রতিবিধান দেয়া শিখতে হয়, কম্পিউটারের কাজ শিখতে হয়, ইংরেজিতে কথোপকথনে সাবলীল হতে হয়, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হয়, কাব অভিযান/ কাব হলিডে/ কাব ক্যাম্পুরিতে অংশগ্রহণ করে তাঁবুবাস আর ক্যাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

মূল্যায়নের ধাপ ও করণীয়:

প্রতিবছর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডের জন্য জাতীয় সদর দফতর হতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ মূল্যায়ন সাধারণত জেলা বা বিভাগীয় শহরের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে জাতীয় পর্যায়ের এই মূল্যায়ণে অংশগ্রহণের পূর্বে একজন কাব স্কাউটকে 'কাব স্কাউট প্রোগ্রাম' এ সন্নিবেশিত কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে গ্রুপ, উপজেলা, জেলা/ মেট্রোপলিটন ও আঞ্চলিক স্কাউটস পর্যায়ের মূল্যায়নে উত্তীর্ন হতে হয়। জাতীয় পর্যায়ের লিখিত, মৌখিক ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে একজন কাব স্কাউট তার জীবনের উল্লেখযোগ্য এই অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হবার গৌরব অর্জন করে থাকে।

'শাপলা'র শুরু যেভাবে...

১৯৯৪ সালে প্রোগ্রাম অ্যাডভান্সমেন্ট কোর্সের পর একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। টাস্কফোর্সটি সদস্য ব্যাজ, চাঁদ ব্যাজ, তারা ব্যাজ, চাঁদ-তারা ব্যাজ অর্জনের পরে বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমন্বয়ে একটি অ্যাওয়ার্ডের প্রস্তাবনা দেয়। যা পরবর্তীতে 'শাপলা কাব' অ্যাওয়ার্ড নামে নামকরণ করা হয়। অ্যাওয়ার্ডটির নামকরণের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত হয়- এই অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদান ও বিতরণ করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৫ সালে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডের ডিজাইন প্রণয়ন করা হলে- তা অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদান ও তা বিতরণের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মাঠ পর্যায়ে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য কাব স্কাউটদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইপূর্বক প্রথম বারের মতো ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫৪জন কাব স্কাউটকে 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। সে সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন- 'আজ থেকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড এর আদলে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের এই হলটির নামকরণ করা হল "শাপলা" আন্তর্জাতিক হল। সেই থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের হলটি আজও 'শাপলা' নামেই পরিচিত।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রম- কাব স্কাউট প্রোগ্রাম, অনুসারে কাব স্কাউটরা যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন শেষে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'শাপলা কাব' অর্জন করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। একজন কাব স্কাউট 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কোন এক আনুষ্ঠানিক আয়োজনে এবং এরূপ বয়সে এমন অ্যাওয়ার্ড তার সামনের দিনে পথ চলায় বেশ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যোগায়। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি জীবনেও সে হয়ে উঠে চৌকষ ও সফল মানুষ।

■ লেখক: ফরহাদ হোসেন, পিআরএস
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে ঢাকাস্থ গণভবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১২২ কোটি টাকার "বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ" প্রকল্পভুক্ত ০২ টি ব্যাজমেন্ট ও ১৬ তলা বিশিষ্ট স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও গার্ল গাইডস এর জাতীয় কার্যালয় (১০ তলা গাইড হাউজ) এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের সকল জেলায় স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকা; জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর; আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা এবং আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটে স্থাপনাসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

স্কাউট শতাব্দি ভবনটি জাতীয় স্কাউট ভবন , ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ভবনের আয়তন ১২,৯৩৭.৩০ বর্গ মিটার এবং ০২ টি ব্যাজমেন্ট ও ১৬ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন। অ্যানিমেশন ইনস্টিটিউট (স্টুডিও) জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক. গাজীপুরে নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ভবনের আয়তন ৪,১৫৫.০৭ বর্গ মিটার বর্গ মিটার এবং ৬ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন,জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সাবেক সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সাবেক সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোহাম্মদ আসিফ উজ জামান, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) ও অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব দেওয়ান মোঃ হানজালা, প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জাতীয় উপ কমিশনার(উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দা রেহানা ইমাম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন, জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, প্রকল্প পরিচালক (স্কাউট প্রকল্প),বাংলাদেশ স্কাউটসসহ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি, ইউনিট লিডার, রোভার স্কাউট, স্কাউট, কাব স্কাউট ,গার্ল গাইডের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও গার্ল গাইড এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হজ ক্যাম্পে সেবাদান কার্যক্রম

১০ জুলাই, ২০১৮ হজ ক্যাম্প, আশকোনা, ঢাকায় সম্মানিত হজ যাত্রীদের জন্য রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। সেবাদান কার্যক্রম উদ্বোধনকালে রোভার স্কাউটসদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, হজযাত্রীরা আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমান। তাদের সেবাদানের জন্য আমরা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ইতোমধ্যে হজযাত্রীরা হজ অফিসে আসতে শুরু করেছেন। এ সময় হজ অফিসে আল্লাহর ঘরের মেহমানদেরকে সর্বোচ্চ সতকর্তা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা প্রদানের আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও কমিশনার (অনুসন্ধান), দুর্নীতি দমন কমিশন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন), জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জনাব এ কে এম সেলিম চৌধুরী, সম্পাদক, রোভার অঞ্চল এবং হজ অফিসার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মত হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে পর্যায়ক্রমে বর্তমানে ঢাকাস্থ স্থায়ী হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা প্রতি বছর প্রায় ৩৫-৪০দিন ব্যাপী সম্মানিত হজ যাত্রীগণকে সেবা দিয়ে থাকে। প্রতিদিন ৬ঘন্টা করে ৪টি শিফটে প্রায় ১০০জন রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা হজ ক্যাম্পে সেবাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটরা সেবাদান কার্যক্রমকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে মনে করে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকে।

রোভার স্কাউটদের হাজীদের সেবাদান

২১তম জাতীয় মালটিপারপাস ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ব্যাপক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয় ২৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ । ওয়ার্কশপে ১৩৯ জন স্কাউটার সারা বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করবেন। যাদের মধ্যে ১২০ জন পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলা অর্থাৎ এ আয়োজনে নারী ও পুরুষ-এর উপস্থিতির শতকরা হার যথাক্রমে ১৪% ও ৮৬%। মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের প্রথম সেশনে অফিসার অব দ্যা ডে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন এবং জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন সকলকে সু-স্বাগত জানিয়ে প্রাণবন্ত সেশনের শুভ সুচনা করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক ৩ সদস্য বিশিষ্ট রিপোর্টিয়ার কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট সুপারিশমালা কমিটির নাম ঘোষণা করেন। কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বিগত বছরের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। ২০১৭-২০১৮ সালের গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। রাতে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের শুরুতে প্রার্থনা সঙ্গীত, পরিচিত পর্ব হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কাউটার আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বয়োজ্যেষ্ঠ স্কাউটার জনাব মোঃ সুরুজ উদ্দিন, এলটি, কুমিল্লা অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) তার প্রত্যয়দৃপ্ত দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক শুভ সুচনা ঘোষণা করেন।

প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউট প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ করান এবং বিগত দিনের কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। অফিসার অফ দ্যা ডে ছিলেন মো: তৌফিক আলী জাতীয় উপকমিশনার প্রশিক্ষণ দিনের প্রথম সেশনে "২০২১ ঃ বাংলাদেশে স্কাউটিং" বিষয়ে উপস্থাপন করেন জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ)। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২১ এর ৬টি প্রায়োরিটির উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে ৭টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। গ্রুপ গুলো হচ্ছে- ১। ইয়াং পিপল; ২। এডাল্ট ইন স্কাউটিং; ৩। গভর্নেন্স ও ফাইনান্স-(ক); ৪। গভর্নেন্স ও ফাইনান্স-(খ); ৫। স্কাউটিং প্রোফাইল; ৬। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও ৭। মেম্বারশীপ গ্রোথ। বিভক্ত গ্রুপগুলির অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিভাগের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউটারবৃন্দের নেতৃত্বে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যাপি গ্রুপ ওয়ার্কে অংশগ্রহণ করে ২০২১ সালের বাংলাদেশ স্কাউটস এর লক্ষ্যমাত্র অর্জনে কাজ করেন। জাতীয় সদর দফতরের প্রতিনিধি হিসেবে স্ব স্ব বিভাগের উপস্থাপনা করেন জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, জনাব মোঃ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার {সাপ্লাই সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ও প্রশাসন (হেডকোয়ার্টরস)}, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন), জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস), জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), জনাব জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি), জনাব মোঃ রেজাউল

জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মহোদয় নির্বাহী পরিচালককে প্রশিক্ষণ বিভাগের স্মারক সম্মাননা প্রদান করছেন। ছবিতে মাঝখানে জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ (সাদা শার্ট পরিহিত সভাপতি মহোদয়) ডানপাশে নির্বাহী পরিচালক

করিম, জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং), জনাব আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার, জাতীয় উপ কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং)। সেশনটি পরিচালনা করেন ওয়ার্কশপ পরিচালক ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও ফেলোশিপ নাইটে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসিসহ জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ), জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি), জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) ও বিভিন্ন বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন তার বক্তব্যে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। এরপর ২০১৮ সালের ট্রেনিং টিমের সদস্যগণের পারফরমেন্স মূল্যায়ণ করে বিভিন্ন অঞ্চলের ২৮ জন লিডার ট্রেনারকে পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ তার বক্তব্যের শুরুতে লিডার ট্রেনারদের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও কোষাধ্যক্ষ মহোদয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিটি ইউনিটে ৩৫টি প্যাক মিটিং / ট্রুপ মিটিং / ক্রু মিটিং যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লিডার ট্রেনারদের মনিটরিং করার বিষয়ে অনুরোধ জানান। প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে কাব, স্কাউট, রোভার এবং ইউনিট লিডারবৃন্দ স্কাউট ইউনিফর্ম পরিধান করেন সে বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন। ট্রেনিং টিমের সদস্যদের যাতে প্রত্যেকের ই-মেইল এড্রেস থাকে এবং তারা যেন প্রতিনিয়ত ওয়েবসাইট ভিজিট এর মাধ্যমে বিশ্ব স্কাউটিং এর সাথে সম্পৃক্ত হন সে বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ টিমের সদস্যগণ যাতে মানসম্মত, আধুনিক হ্যান্ডআউট তৈরি করেন এবং বিভিন্ন Method প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে বাস্তব সম্মত ও আধুনিক করেন। সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানান। লিডার ট্রেনারদের ৪ বিড কে Responsibility হিসেবে আখ্যা দেন। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সালে ২১ লক্ষ মান সম্মত স্কাউট তৈরিকে তিনি অর্জনযোগ্য টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করেন।

শেষে মৌচাক স্কুল এন্ড কলেজ এর কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সমন্বয়ে ৩টি পরিবেশনা ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দের পক্ষ থেকে ১টি পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়।

প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউট প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ করান এবং বিগত দিনের কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। ৩য় দিনে অফিসার অফ দ্যা ডে ছিলেন জনাব আরিফু হাসান জাতীয় উপকমিশনার (প্রশিক্ষণ)।

দিনের প্রথম সেশানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস জাতীয় সদর দফতরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বিভাগ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি একই সাথে ১৩টি অঞ্চলের বিভিন্ন বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির নেতৃত্বে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা প্রণয়ন ও ওয়ার্কশপ ঘোষণা প্রদান করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস)। পরিশেষে ওয়ার্কশপ পরিচালক সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ২১তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদক

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স

বক্তব্য রাখছেন স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

১৪ থেকে ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স সম্পন্ন হয়। FARS Hotel-এ ১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্সে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার {সাপ্লাই সার্ভিস ও প্রশাসন (হেডকোয়ার্টার্স)}, সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস), শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (বিধি), জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ মহসীন, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), প্রাক্তন নির্বাহী সচিব জনাব মোঃ আবুল হোসেন শিকদার ও প্রাক্তন নির্বাহী সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন কাজের গুণগত মান বাড়াতে হবে। বিদেশে বাংলাদেশ স্কাউটসের কার্যক্রমের ডকুমেন্টারী প্রেরণ করে প্রচার আরোও বাড়াতে হবে। তিনি আরোও উল্লেখ করেন প্রত্যাশা দিগন্তের মত, কাজেই প্রত্যাশা বাড়াতে হবে। এই কনফারেন্সে নতুন সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করে কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণার মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার {সাপ্লাই সার্ভিস ও প্রশাসন (হেডকোয়ার্টার্স)}, জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। অতঃপর প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় ওরিয়েন্টেশন কোর্সের বুকলেটের মোড়ক উন্মোচন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। কনফারেন্সে জাতীয় কমিশনারগণ স্ব স্ব বিভাগের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভদের ভূমিকা বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

১৬ জুলাই সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস তিনি নিজেদের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে দক্ষতা বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "জ্ঞানের পরিধিকে আরো আপডেট করা জরুরী হয়ে পড়েছে"। ভবিষ্যতে এই ধরনের কনফারেন্সে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপার্ট এনে সেশন পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করে বক্তব্য শেষ করেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, কনফারেন্স পরিচালক বলেন, আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে হবে। তিনি প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সর্বোচ্চ পারফরমেন্স দ্বারা সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের ভাবমুর্তিকে আরোও উজ্জল করার আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

খোন্দকার জিল্লুর রহমান : স্কাউটের অন্যন্য ব্যক্তিত্ব

বাগেরহাট মহকুমার সৈয়দ মহল্লা গ্রামের পাশে খড়ড়িয়া হাইস্কুলের কাবিং ও ব্রতচারী দলে ভর্তি হই। ঐ সময় স্কাউট স্যারের কাছে যা শিখেছি তা সারা জীবনের জন্য স্কাউটিং এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং পরবর্তীতে স্কাউট শিক্ষক না থাকলেও স্কাউটিং শিখার অগ্রগতি ব্যহত হয়নি। স্কাউটিং শিক্ষার পদ্ধতিটাই এই ধরণের একবার জানলে মৃত্যু পর্যন্ত এর ফল ভোগ করা যায়। (জিল্লুর রহমানের নিজের লেখা থেকে উদ্ধৃত)।

ষাট, সত্তুর ও আশির দশকে যারা স্কাউটিং করেছেন তারা একজন দক্ষ স্কাউটার লিভার ট্রেনার বিশেষ করে কাবিং ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখা খোন্দকার জিল্লুর রহমানকে আজও ভুলতে পারেননি। তার জীবনের বহু অজানা কথা অব্যক্ত রয়ে গেছে। তিনি ১৯২২ সালে বাগেরহাট জেলার সৈয়দ মহল্লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই প্রজন্মের বহু বাঙালী মুসলমানের মত খোন্দকার জিল্লুর রহমান ও তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ বলতে পারেননি। যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন শ্রাবণের এক বৃষ্টিহীন দিবসে তাঁর জন্ম হয়। পিতা খোন্দকার সিরাজুল হক ছিলেন একজন শিক্ষক। ছেলেবেলায় কখনও পান্তা আবার কখনও না খেয়ে বই শ্লেট বগলদাবা করে একাকী পাঠশালায় পড়তে যেতেন। পথের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল, ঝোপ-ঝাড়, পাখ-পাখালীর ডাক অর্থাৎ প্রকৃতির গন্ধ উপভোগ করতেন। পুকুর ভরা শাপলা তোলা, মৌচাকে ঢিল মারা, আম-গাছে ঢিল ছোড়া, পুকুরে সাতরে বেড়ানো সবই ছিল তার শৈশবের দুরন্তপনা। তিনি বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলেজ হতে বি.এ পাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

খড়ড়িয়া হাই স্কুলে কাবিং শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। আর এর নেতৃত্বে ছিলেন জিল্লুর ভাই। এ স্কুলে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি কাবিং ও স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত ছিলেন। বাগেরহাট মহকুমার এস.ডি,ও জনাব আলী আহম্মদ এবং এম.এল.এ ডাঃ মোজাম্মেল হোসেনের পরামর্শে ১৭ জানুয়ারী, ১৯৪৭ তিনি মুসলিম স্কুলে যোগদান করেন এবং ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ পর্যন্ত উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকেন। উক্ত স্কুলের জন্মলগ্ন হতেই কাবিং ও স্কাউট দলের কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি স্কাউট মাষ্টার বেসিক কোর্স সমাপ্ত করেন এবং ১৯৪৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী হতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্কাউট ক্যাম্প পরিচালনা করেন। মুসলিম স্কুলের খেলাধূলা সাহিত্য সংস্কৃতি স্কাউটিং, ব্রতচারীসহ সকল কর্মকান্ডে দক্ষতার ছাপ ছিল খোন্দকার জিল্লুর রহমানের। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক, নুরুল আমিন এইচ,ই, স্কুল, বাগেরহাট তাঁকে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন:

``I have much pleasure to certify Mr. Khondoker Zillur Rahman an Ex-Colleaque of mine. He Joined the Muslim school on the 17th January, 1947 (the date of foundation) and contiuned his service here till February, 1952 to the entire satisfaction of his colleaques and managing authorities. His never failing energy and organizing capacity were much needed at the early days of the school.''

স্কাউটিংকে তিনি জীবনের শুরু থেকে ভালবাসতে শিখেন। স্কাউটিং এর আদর্শ চর্চার মধ্য দিয়ে যুব কিশোরদের চরিত্র গঠন এবং যথাযথ নেতৃত্ব দেয়া যায় তা তিনি বিশ্বাস করতেন। এজন্যই তখনকার

খুলনা, বাগেরহাটে জিল্লুর ভাই ছিলেন যুব-কিশোরদের আপন জন। ১৯৫০ সালে বাগেরহাট পি.সি কলেজে থাকাকালীন জয়দেবপুরে অনুষ্ঠিত আর.এস.এল কোর্সে রোভার স্কাউট নেতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর পি.সি কলেজে রোভার স্কাউট ইউনিটের কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় বাগেরহাটের স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের কৃতিত্ব সারাদেশে প্রশংসা পায়। বাগেরহাট পি.সি কলেজে খোন্দকার জিল্লুর রহমান প্রথমে লাইব্রেরীয়ান এবং পরে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে চাকুরী করেন। সময়টা ছিল ১৯৫৬ সাল। তিনি তৎকালীন দি ইষ্ট পাকিস্তান বয়-স্কাউটস্ এসোসিয়েশনের ``Dalton scheme'' এর অধীনে নির্দ্ধারিত ২০০/- রুপিজ বেতনে রোভার ইনষ্ট্রাক্টর পদে চাকুরী লাভ করেন। তিনি পি.সি কলেজ ছেড়ে যেতে চাননি। কিন্তু পাকিস্তান বয় স্কাউটস্ এসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মিঃ ভি.এ. আব্বাসীর সহৃদয় উৎসাহ এবং অনুরোধে তিনি রোভার ইনষ্ট্রাক্টর পদে যোগদান করেন। নবগঠিত পাকিস্তান বয়স্কাউটস্ এসোসিয়েশনকে (৬৭/এ পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা) গড়ে তোলা, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিং ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব ছিল তিনজন স্কাউটারের উপর। এরা হলেন মিঃ ভি.এ. আব্বাসী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী, মিঃ কুদ্দুস (পদবী জানা সম্ভব হয়নি) এবং জিল্লুর ভাই। দু'জন অফিস সহকারী ছিলেন তারা হলেন মিঃ ওদুদ ও মিঃ মোকসেদ। মিঃ ভি.এ. আব্বাসীর প্রেরণায় সারা দেশের ২৮টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিউটে কাব মাষ্টার প্রশিক্ষণ কোর্স করা হয়। এ সময় জিল্লুর ভাই কাবিং, স্কাউটিং ও রোভারিং এর উডব্যাজ অর্জন করেন। একই সাথে Wolf cub Hand Book এর কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন।

১৯৫৮ সালে তিনি ব্রজলাল কলেজের রোভার স্কাউট লিডার এবং ট্রেনিং কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খুলনা জেলা স্কাউটসের সম্পাদক ও কমিশনার হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কাছে রক্ষিত কাগজপত্র হতে জানা যায় তিনি দীর্ঘ স্কাউট জীবনে পাঁচ হাজার শিক্ষক এবং স্কাউট কর্মীকে বিভিন্ন স্কাউটিং ও কাবিং কোর্স প্রশিক্ষণ দেন। জিল্লুর ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ২০০৫ সালে যখন আমি সরকারী চাকুরীজীবী হিসেবে খুলনায় কর্মরত। কোন এক বন্ধের দিন খুলনার কয়েকজন স্কাউট ব্যক্তিত্ব নিয়ে তার বাসায় হাজির হলাম। তার আগে কাব কাম্পুরী জাম্বুরী এবং অন্যান্য প্রোগ্রামে দেখেছি তাঁকে। কিন্তু সেভাবে আলাপ বা মত বিনিময় হয়নি। শিশুর সারল্যে বেঁচে

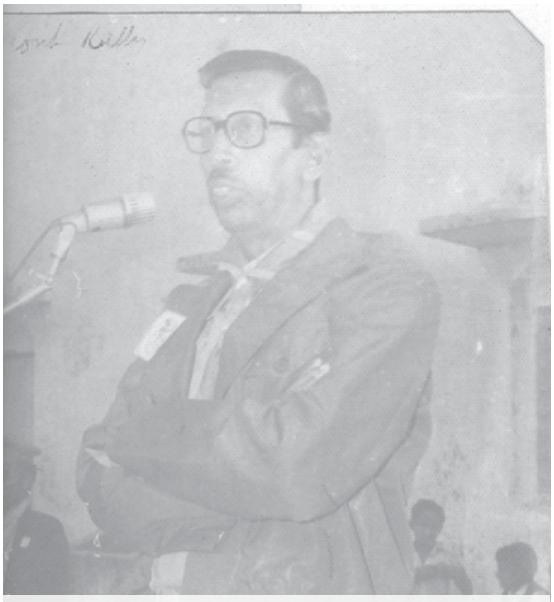

খন্দকার জিল্লুর রহমান

থাকা মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। যিনি একাধারে শিক্ষক, স্কাউট ব্যক্তিত্ব এবং বন্ধুর সমতুল্য।

একবার খালিশপুরে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা তার feasibility পরীক্ষার জন্য সহযোগী হই। আমি তখন জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)। খালিশপুরে হাউজিং এস্টেটে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনেও তার অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে স্কাউটিং আদর্শ ঠিক রাখা যাবে না। এরজন্য ব্যাপক ব্যবহারিক ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। কাজ করতে হবে মাঠ পর্যায়ে। খুলনা জেলা স্কাউটসের সম্পাদক ও অন্যান্য পদে দীর্ঘ ১০ বছর দায়িত্ব পালন কালে খুলনায় একটি স্কাউট স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে এক একর জমি বরাদ্দ পান। তিনি সেখানে দু'কক্ষ বিশিষ্ট স্কাউট ভবন স্থাপন করেন। তার নিজের মুখে স্কাউটিং অভিব্যক্তি শোনা যাক :

'' স্কাউটিং থেকে দূরে থাকলেও আজও আমি স্কাউটিংকে পূর্বের মত ভালবাসি। স্থানীয় স্কাউট আমাকে ডাকে না-যার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ও আমি নাই। আজ স্কুল, কলেজ পাঠ্যক্রমে স্কাউটিং অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। প্রাইমারী পর্যায়ে কাবিংকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে না পারলে কাবিংকে তার সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা যাবেনা। বি.পি'র নির্দেশিত পথে স্কাউটিংকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তা নাহলে সত্যিকারভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরীক, মানসিক, অধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবেনা।''

১৯৭৭ সালে খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১ম বাংলাদেশ জাতীয় কাব কাম্পুরীর আয়োজন, সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তার ভূমিকা যথেষ্ট প্রশাংসা পায়। তিনি ২য় বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট সমাবেশ (১৯৭৭) ৩য় জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী, মৌচাক (১৯৮৫-১৯৮৬), প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী সহ (১৯৭৮) প্রায় অধিকাংশ স্কাউট সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। জিল্লুর ভাইয়ের নেতৃত্বে খুলনার একটি স্কাউট দল ১৯৬৭ সালে করাচী জাম্বুরীতে অংশ নেয়। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যে সকল ইভেন্ট এ অংশ নিয়ে স্কাউটিং এর জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন তন্মধ্যে প্রথম All Pakistan Rovermoot Jungle Mangal (Batarasi) ১৯৬৩, ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় রোভারমুট (১৯৬৪), ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস আয়োজিত নবম জাতীয় জাম্বুরী (১৯৮২), ৭ম এশিয়া প্যাসিফিক সমাজ উন্নয়ন, সেমিনার (১৯৭৮) অন্যতম। তাছাড়া তিনি স্কাউটস্ এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিতে ভারত পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইরান, আফগানিস্তান সফর করেন। খুলনা আঞ্চলিক স্কাউটস্ এ বিভিন্ন সময়ে তিনি সম্পাদক ও কমিশনার পদ অলংকৃত করেন। তিনি খুলনা বিভাগীয় স্কাউট্স এর ডেপুটি ট্রেনিং কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ষাট, সত্তর ও আশির দশকে একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং লিডার ট্রেনার হিসেবে বিশেষ করে কাবিং-এ তার সুখ্যাতি ও পান্ডিত্য সমগ্র বাংলাদেশে কিংবদন্তির মত সকলের মুখে মুখে আলোচিত হত।

খন্দকার জিল্লুর রহমান স্কাউটস্ অংগনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্কাউটসে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বহু সনদপত্র ও মেডেল লাভ করেছেন। স্কাউট আন্দোলনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস্ ১৯৮৩ সালে জিল্লুর ভাইকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এওয়ার্ড (রৌপ্য) ইলিশ পদকে ভূষিত করেন। তিনি স্কাউটিং এর ফাঁকে ফাঁকে লেখালেখিও করেছেন। তিনি স্কাউটিং এর উপর বেশ কিছু পুস্তক রচনা করে গেছেন। বিশেষ করে কাব ও স্কাউটদের জন্য খেলাধূলা বিষয়ক বই বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। তার রচিত কাবিং এর পুস্তক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কাবিং সম্প্রসারণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। স্কাউটিং এ অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান বয়স্কাউট সমিতির চীফ স্কাউট তাকে Letter of recommendation প্রদান করেন। ২০০৭ সালে স্কাউট আন্দোলনের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস্ কর্তৃক ঘোষিত থিম ''এক বিশ্ব এক প্রতিজ্ঞা'' (One world, one promise) এর আলোকে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন, যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

'' শতবর্ষ পূর্ণ হতে, বাকি কিছুদিন,
জন্মেছিল মহান শিশু ভয়ভীতিহীন।
মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে প্রশিক্ষণ নিল সেবাধর্মে
মানুষের মত মানুষ হবে, ঘৃনা করবে অপকর্মে।
সার্থক হবে দেশ ও জাতি,
জ্বালবে নুতন আলোর বাতি।
তরুনেরা জাগবে এবার,
দুর হবে সব আধার রাতি।
বি.পি. এর গুনে,
অল্পদিনের প্রশিক্ষণে
জয় করলো সবার প্রাণ,
রক্ষা পেল স্কাউটের মান।
সবাই বলে এ কোন ছোয়া
এ কোন পরশ মনি
ছুলেই সব সোনা হয়
এ কোন সোনার খনি।
সবার কাছে এ এক আলো,
এ এক বিস্ময়,
যে পায় এর ছোয়ার পরশ
তাকেই করে জয়।
নিজ ধর্মে নিজ কর্মে
মতি যার এত।
হাসিমুখে বরণ করে
সবার দুঃখ যত।
অনেক দেশ আদর করে
গ্রহণ করলো তাকে
ছড়িয়ে দিল আলোর জ্যোতি
ধরার বাঁকে বাঁকে।
সবার মাঝে পড়ে স্কাউট
প্রাণ যদি নাই থাকে
দেহ হয় সব,
চারিদিকে শুনতে পাই
স্কাউটের কলরব।

জিল্লুর ভাই স্কাউটিং এর বিভিন্ন শাখায় চষে বেড়িয়েছেন। তাঁর জীবনের অব্যক্ত কথা অনেকেই জানিনা। তিনি দেশ, কাল, পাত্র সকল কিছুর উর্দ্ধে থেকে নিজ এলাকায় স্কাউটিং কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি অনগ্রসর এলাকায় স্কাউটিং ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। ইংরেজী লেখা লেখিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ। স্কাউটের শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তার একটা লেখা ছিল এরকম -

A century is almost near at hand
Scouting was born to lead England.
This great child was born unseen with a laughing face and was keen.
To destroy all harms that were seen.
Took his promise on his honour.
To serve the people with valour
Irrespective of caste creed and colour
B.P. Showed them the right way
Taught them how to be happy and gay.
The world found a way for the young
The young learnt to shun the wrong.
In no time they learn to conquer the heart,
They were born to remove the dirt.
Many countries accept them with care
Scouting spread everywhere without fear.
But now they forget the teaching of Powell
Changing even the fundamental as well.
Misleading the steps as the goal,
They are actually missing the very soul.
By trying to increase the quantity
Ignore the very soul the quality.
I am afraid the leading leaders
Going away from the great leader.
Time has come to have a check
To think it over to see a break.
Time may come – we loose the fame
No body will respect us for the name.

খন্দকার জিল্লুর রহমান আমাদের মাঝে নেই। বাংলাদেশ স্কাউটসের ক্রান্তিকালে তিনি কাবিং ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তিনি অবসরজীবনেও স্কাউটিং, কাবিং সম্প্রসারণে সমকালীন চিন্তা চেতনার বহি: প্রকাশ ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইতেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং বয়স সেই বাধ ভাংগা উচ্ছাসে বাধা হতে পারেনি। বাংলাদেশ স্কাউট জগতে সত্যিই তিনি স্বরণীয় হয়ে থাকবেন।

■ লেখক: এ. কে. এম ইশতিয়াক হুসাইন
পিআরএস ও এল.টি
সহযোজিত সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

নম্র হোন, সৌন্দর্য্য বাড়ান

মানুষের স্বভাব সুন্দরের প্রশংসা করা। সুন্দরকে ধরে রাখা। তবে এই সুন্দরের সংজ্ঞা কী? চরম সত্য হলো গাণিতিক সূত্রের মত সুন্দরের কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই। কার কাছে কখন কোনটি সুন্দর তা ব্যক্তি মানস ও মননের ব্যাপার। তাই বলা হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তিকে চিনতে হলে- দেখতে হয় তার বন্ধু-বান্ধব কেমন, তার রুচি কেমন। কিন্তু এ বিষয়টির একটু সীমাবদ্ধতা আছে! সীমাবদ্ধতা আমাদের অবস্থান এবং ক্ষমতার কারণে। অবস্থান ও ক্ষমতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওঠা-বসা আর রুচি দেখে কারও চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায় না।

ভদ্রতা কখনো দুর্বলতা নয়:

'ভদ্রতা বংশের পরিচয়' উক্তিটি কী বোঝাতে পারবেন? বুঝতে হলে চিন্তার কিছুটা গভীরে যেতে হয়। আপাত অর্থে ভদ্রতা একটি শিক্ষা। পিতা-মাতার রক্তের গুনে বয়ে আসা কোনো গুন নয়। বর্তমান সময়ে 'ওয়ার্ক লাইক হর্স এন্ড লিভ লাইক হারমিট' কেউ মানে না। তবু মানুষের হৃদয়ে একটি নীতি থাক, যা সত্য ও সুন্দরের। অন্যের কল্যাণে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের মতো। কেউ যাতে নিজের চোখে নিজে খাটো না হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বের। তবে কোনোমতেই আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। যদি বংশ পরিচয় দেয়ার মতো কিছু থাকে, তাহলে এ কথা মনে রেখেই ভদ্রতা কিংবা বংশ পরিচয়ের উক্তিটি উৎকীর্ণ করা ভালো। একটা জার্মান প্রবাদ আছে: "হাতে হ্যাট নিয়ে- সারা দেশই ভ্রমণ করা যায়।" অনেক সংস্কৃতিতে, একজন মানুষ কারো বাড়িতে প্রবেশ করার অথবা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানানোর সময় যদি তার হ্যাট খুলতেন, তাহলে সেটাকে এমন একটা ভদ্রতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা তার জন্য সম্মান নিয়ে আসে। তাই এই প্রবাদের অর্থ হল, যারা উত্তম আচার-ব্যবহার দেখিয়ে থাকে, তাদের প্রতি লোকেরা সাধারণত আরও বেশি সদয় এবং উত্তম মনোভাব দেখিয়ে থাকে। তবে বর্তমানে এক শ্রেণীর মানুষ ভদ্রদের দুর্বল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন; যা ওই বিবেচনাকারীর সীমাবদ্ধতা।

সৌজন্যবোধ আপনাকে এগিয়ে দেবে:

কেউ কেউ নাটক লেখেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন; দরিদ্র অসহায় মানুষের কাহিনী তুলে ধরে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। ট্রফি, মেডেল, নগদ অর্থ, প্রত্যয়নপত্র, কতকিছু পেয়ে থাকেন! এসব জিনিস তাদের ড্রইংরুমে শোভাবর্ধন করে। তারা সাজিয়ে-গুছিয়ে পত্রিকায় সাক্ষাতকার দেন। ফটো-সাংবাদিক ছবি তোলেন। সেই ছবি পত্রিকার প্রথম বা বিশেষ পাতায় বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। তারা পুরস্কারের টাকা দিয়ে দামি দামি শৌখিন জিনিসপত্র কেনেন। নিজের ও পরিবারের জীবনকে আরও সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলেন। তবে নির্মাণ বা সৃষ্টিতে যে উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন, যাদের কথা তুলে এনেছেন সেই সকল মানুষের মলিন চেহারা ভুলে গেলে তাকে আপনি কী বলবেন। বর্তমানে অনেক সুবিধাভোগী মানুষ আছেন যারা সময়ে সুবিধা আদায় করেন কিন্তু পরক্ষণে ওই উপকারীর নাম ও চেহারা মনে রাখার প্রয়োজনবোধ করেন না। এমনকি চলতি পথে কিংবা সভা-সমাবেশে দেখা হলেও ন্যূনতম সৌজন্য আচরণ দেখান না। এতে করে অন্যের মনে আপনাকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্টি কাজ করবে। হয়তো স্রষ্ঠাও তাতে যোগ দেবেন। তাই উচিত হবে সৌজন্যবোধের অনুশীলন করা। এ অনুশীলন শুধু যার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন তার প্রতিই নয় বরং অপরিচিতের প্রতিও।

সহযোগী হোন প্রতিযোগী নয়:

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক প্রবৃত্তি আপনাকে অনেকটা পথ এগিয়ে রাখবে। প্রতিযোগী হলে নিজের ভিতরে চাপা অশান্তি কাজ করলেও কারো ভালো উদ্যোগে সহযোগী হলে প্রশান্তিতে চলতে পারবেন নিশ্চত। এমন বিষয়ের অভ্যাস প্রথমে আপনাকে কষ্ট করে শুরু করে কিছুদিন পর্যন্ত চলমান রাখতে হবে। তারপর একসময় দেখবেন- সকল ক্ষেত্রে প্রশান্তি পাওয়ার দরূণ আপনি অন্যের সহযোগী হয়ে উঠেছেন। আমরা বেশীর ভাগ সময়ে 'একলা চলো নীতি' তে কাজ করি থাকি এবং এর ফলে নানা ধরণের সমস্যার সন্মুখীন হই। সামনে থেকে অনেকেই আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও আপনার অবর্তমানে চিত্রটি কিন্তু উল্টো। সামনে থেকে প্রশংসা না শুনে আপনার অবর্তমানে প্রশংসা শুনতে হলে আপনাকে অবশ্যই সহযোগীতার হাত প্রশস্ত করতে হবে। ফলে আপনার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা বাড়বে। কাউকে থামানোর মধ্যে নিজের সফলতা নির্ভর করেনা। সফলতা নির্ভর করে আপনি কতজনকে তার কাজে সহযোগীতা করতে পেরেছেন তার উপর।

■ চলবে...

■ লেখক: ফরহাদ হোসেন, পিআরএস
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

ফোনের বিস্ফোরণ ঠেকাবেন যেভাবে

মাঝে মাঝে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফোনের বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। বিভিন্ন নামি-দামি ব্র্যান্ডের ফোন হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যা অনাকাঙ্খিত। সম্প্রতি, সামনে এসেছে Xiaomi Mi A1 বিস্ফোরণের ঘটনা আট মাস ব্যবহার পর চার্জ দেওয়ার সময় ফোনটি ফেটে যায় বিস্ফোরণে সম্পূর্ণরুপে নষ্ট হয়ে যায় সেটটি কিছুদিন আগে স্যামসাংয়ের বিরুদ্ধেও উঠেছিল এই একই ধরণের অভিযোগ প্রযুক্তির যুগে সকলেই স্মার্টফোন নির্ভর, এতে দ্বিমত নেই কিন্তু, কীভাবে এড়াবেন এধরণের ঘটনা?

১) স্মার্টফোনে বিস্ফোরণের অন্যতম মূল কারণ হিসেবে সামনে এসেছে ওভার-চার্জিংয়ের বিষয়টি বেশিরভাগ ইউজারই রাতে ঘুমনোর সময় সারা রাত ধরে ফোনে চার্জ দিয়ে থাকেন আর বেশি সময় ধরে চার্জ দেওয়ার ফলেই ওভার-হিটিংয়ের সমস্যা দেখা যায় তাই, ফোন ফুল-চার্জ হয়ে গেলেই ফোনটিকে আনপ্লাগ করুণ।

২) ফোন চার্জ করার সময় কখনই সেটের উপর কোন জিনিস রাখবেন না এতে ওভার-হিটিংয়ের সমস্যা বেশি দেখা যায় ফলে, খুব তাড়াতাড়ি আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে এছাড়া, ফোন চার্জিংয়ের সময় কখনই মুভি দেখবেন না অথবা গেম খেলবেন না এতেও ওভার-হিটিংয়ের সমস্যা দেখা যেতে পারে।

৩) ফোন চার্জের সময় ইয়ারফোন ব্যবহার বা ফোনে কথা বলার সময় চার্জ দেবেন না দীর্ঘসময়ের জন্য ফোন চার্জ দেওয়ার সময় কোন গরম জায়গা বা সরাসরি রোদের মধ্যে রেখে চার্জ দেবেন না যেটি বাড়িয়ে দিতে পারে হিটিং ইস্যুকে সব সময় সম্ভব না হলেও চার্জ দেওয়ার সময় ফোনটির কেসটিকে রিমুভ করে নিন।

৪) স্মার্টফোন চার্জের সময় ব্যবহার করুণ স্মার্টফোনটির নিজস্ব ব্রান্ডের চার্জার ভুয়া বা অন্য ব্রান্ডের চার্জার ব্যবহার ফোনে বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণ হতে পারে চার্জারের মতই অনেক স্মার্টফোনের ব্যাটারিও বদলের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট স্মার্টফোন সংস্থাটিরই ব্যাটারি ব্যবহার করুণ অনেক সময়ই অন্য সংস্থার ব্যাটারি ব্যবহার হয়ে থাকে যা দুর্ঘটনার সম্ভবনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

হাতের লেখাই বলে দেবে কোন দেশের লোক

হাতের লেখা মন পড়তে পারে, এমনটাই বলে বিজ্ঞান। এবার আপনি কী লিখছেন তা দেখে বলে জানা যাবে আপনার নাগরিকত্ব। এমনটাই দাবি করেছেন একদল বিজ্ঞানী। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ভারত, চীন, ইরান-এ দেশগুলোকে ভিত্তি করেই গবেষণা চলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ দেশগুলোর নাগরিকদের হাতের লেখার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক ফর্মুলা বা 'অ্যাগরিদম' বানিয়েছেন। প্রতিটি দেশ থেকে প্রথম দফায় ১০০ নাগরিকের হাতের লেখা তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সব তথ্য দিয়েই ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সফ্টওয়্যারটি বানানো হয়েছে।

উড়ুক্কু ছাতা

জাপানের আসাহি পাওয়ার সাভিসেস নামের একটি সংস্থা তৈরি করে ফেলেছে উড়ুক্কু ছাতা বা ফ্লাইং আমব্রেলা। এ ছাতার কোনো হাতল নেই। এ স্মার্ট ফ্লাইং আমব্রেলাটি আসলে একটি ড্রোনের মতোই। এতে থাকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের মাধ্যমেই যে ব্যাক্তি ছাতাটি ব্যবহার করছেন, তার মাথাটিকে ট্র্যাক করবে এ ছাতা। বাঁচাবে রোদের হাত থেকে ৫ কিলোগ্রাম ওজনের ছাতাটির ব্যাটারির ক্ষমতা অনুযায়ী, ২০ মিনিট ব্যবহারকারীকে বাঁচাতে পারে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে।

তিমির মতো উড়োজাহাজ!

এবার তিমির আদলে একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছে বিখ্যাত উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস। এর আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছে এয়ারবাস বেলুগা এক্সল। উড়োজাহাজটির আরেক নাম বেলুগা হোয়েল। প্রায় ২০ হাজার মানুষের ভোটে উড়োজাহাজের এ নকশা অনুমোদন করে এয়ারবাস কোম্পানি। ২০১৯ সালের শেষ দিকে এ উড়োজাহাজের বাণিজ্যক ব্যবহার শুরু হতে পারে।

লেবুর কারনে সেলিব্রিটি

এখন ভার্চুয়াল যুগ। ফেসবুক-টুইটার-ইউটিউবের কল্যাণে রাতারাতি সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছেন যে কেউ। এবার লেবু গড়ানোর ভিডিও করে এক ব্যক্তি হয়ে গেছেন সেলিব্রিটি। একদিন একটি লেবু গড়িয়ে যেতে দেখে ভিডিও করে রাখলেন 'মাইক' নামের এক যুবক। আর তাতেই কোটি ভিউয়ার জুটে গেল তার কপালে। সেলিব্রিটি হয়ে গেলেন সাকাসেগাওয়া আপলোড দেয়ার মাত্র চারদিনের মধ্যে 'লেমন ভিডিও' তাকে এনে দেয় এক কোটি ভিউজ!

লেখক, ফটোগ্রাফার ও পডকাষ্টার মাইক সাকাসেগাওয়া। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম পোষ্ট করে থাকেন। একদিন পথ চলতে গিয়ে খেয়াল করলেন একটি লেবু গড়িয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। থামার কোনো আলামত নাই। যা হোক, এভাবে প্রায় এক চতুর্থাশ মাইল আশ্চর্য ভ্রমণ করল সেই লেবুটি। লেবুর এ অপ্রতিরোধ্য যাত্রা দেখে ভিডিও আপলোড করে দেন নিজের টুইটারে। তারপরেরটা ইতিহাস! মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিওটি। মাইকের ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়তে থাকে হু-হু করে। হয়ে যান সেলিব্রিটি।

আল-আহসা, সৌদি আরব

আরব উপদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত আল-আহসা মরূদ্যান। পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরূদ্যান এটি নবপ্রস্তরযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত রয়েছে। সেখানে রয়েছে ২৫ লাখ খেজুর গাছ, বাগান, খাল, ঝর্ণা, কূপ, ঐতিহাসিক ভবন ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। ইউনেস্কো বলেছে, এটি একটি ব্যাতিক্রমী উদাহরণ।

শুল্ক পাথরের তৈরি বসতি

কেনিয়ার থিমলিচ ওহিঙ্গা হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহ ও সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত শুল্ক পাথরের তৈরি বসতি। দেশটির মিগোরি শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে এর অবস্থান। ইউনেস্কো জানায়, শুল্ক পাথরের তৈরি বসতিটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। ইউনেস্কো বসতিটিকে, কেনিয়ার ভিক্টোরিয়া হ্রদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রথম যাজকীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

প্রাচীন বন্দর শহর

ওমানের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বন্দর নগরী কালহাত। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে প্রধান বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠেছিল কালহাত। প্রাচীনকালে আরব উপদ্বীপের পূর্ব সংযোগের একটি অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এই নগরী।

ভিক্ষুকের মাসে আয় ২৩ লাখ

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে এমন এক ভিক্ষুকের সন্ধান পাওয়া গেছে, ভিক্ষা থেকে যার একমাসের আয় ২৩ লাখ টাকা! গত ঈদুল ফিতরের দিনে দুবাই শহরে ভিক্ষা বিরোধী অভিযান চালানোর সময় ৬০ বছরের বয়সী ওই পঙ্গু ভিক্ষুককে আটক করে পুলিশ। পুলিশ তার দেহ তল্লাশি করে মোট ১ লাখ দিরহাম উদ্ধার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ২৩ লাখ টাকা। ওই ব্যক্তির বাড়ি এশিয়ায়। মাত্র ১ মাস আগে সে আরব আমিরাতে প্রবেশ করেছিল। এ অভিযানে ২৪৩ জন ভিক্ষুককে আটক করে দুবাই পুলিশ।

পাহাড়ি মঠ : দ. কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সানসা পাহাড়ি মঠগুলো সপ্তম শতক থেকে ধর্মীয় বিশ্বসের কেন্দ্রে রয়েছে। সাতটি মন্দিরের রয়েছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, লেকচার হল, প্যাভিলিয়ন ও বৌদ্ধ কক্ষ। ইউনেস্কো এ স্থানগুলো পবিত্র স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছে।

সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রের সন্ধান

সম্প্রতি মহাকাশের সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছে মহাকাশবিষয়ক মার্কিন গবেষণা সংস্থার (নাসা) 'হাবল টেলিস্কোপ। বিজ্ঞানীরা এ নক্ষত্রের নাম দিয়েছেন 'ইকারাস'। এটি গ্রিক পুরাণের একটি চরিত্রের নাম। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও এর আগে ১০ কোটি আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দূরের কোনো বস্তু দেখা সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করেছে 'গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং' পদ্ধতি। প্রথমে 'হাবল' টেলিস্কোপ একটি আলোকরশ্মি ধরা পড়ে। পরে সেই আলোকরশ্মির সূত্র ধরে দেখা মেলে 'ইকারাস নামের নক্ষত্রের।।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে একজন রোভার স্কাউট

অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কাব স্কাউটদের সামনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্কাউটদের সাথে সালাম বিনিময় করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একজন রোভার স্কাউট এর সাথে করমর্দন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একজন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডীকে আদর করছেন- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

গ্রান্ড ইয়েল এর উত্তর প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ স্কাউটসের স্মারক প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

গ্রান্ড ইয়েল এর উত্তর প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গ্রান্ড ইয়েল এর উত্তর প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গ্রান্ড ইয়েল এর উত্তর প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গ্রান্ড ইয়েল এর উত্তর প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্কাউটদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তাগণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদর্শন করছেন স্কাউটরা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর এর ষ্টোন

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর শেষে দোয়া

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর এর প্রস্তুতি দেখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর শেষে দোয়া

স্কাউট শতাব্দি ভবনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর শেষে দোয়া

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর স্কাউট দীক্ষা গ্রহণের ছবি প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ স্কাউটসের স্মারক প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী, সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তণ সভাপতি, বর্তমান সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সভাপতি, সহ সভাপতি ও প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে জাতীয় উপ কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

হজক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) ও জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)।

হজক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী

হজক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রম

হজক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যক্রম

জাতীয় প্রোগ্রাম ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীগণ

জাতীয় প্রোগ্রাম ওয়ার্কশপের গ্রুপ আলোচনা

রাজশাহী অঞ্চলের ৩৭৭তম কাব লিডার অ্যাডভান্স কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক মন্ডলী

রাজশাহী অঞ্চলের ৩৫১তম স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক মন্ডলী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স এর উদ্বোধন করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ বিভাগের স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্সের বুকলেট প্রকাশ করেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় মিশনারসহ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় মিশনারসহ প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্সে প্রাক্তন ও বর্তমান নির্বাহী পরিচালক, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণের একাংশ

১৬তম স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কোষাধ্যক্ষ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

স্কাউটিং সম্প্রসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত।

ব্লাড ডোনেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী আখাউড়া রেলওয়ে জেলা স্কাউটের সদস্যগণ

সিরাজগঞ্জে ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফাস্ট এইড প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

জামালপুর সদর উপজেলার কাব হলিডে এর কাব স্কাউটগণ

আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রুপাতলী, বরিশালে বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্স এর অংশগ্রহণকারীগণ

লক্ষীপুরে স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা

রাজশাহী অঞ্চলের ৪৯২তম কাব লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

বরগুনা জেলা রোভারের রোভারিং এর শতবর্ষ মেট কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

ভ্রমণ কাহিনী

মালয়েশিয়া ভ্রমণ

-মীর মোহাম্মদ ফারুক

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর:

তাদের সহায়তা করেন, এপিআর সাব কমিটির সদস্য ও শ্রীলঙ্কা স্কাউটস এসোসিয়েশনের মিডিয়া/ জনসংযোগ বিষয়ক হেডকোয়ার্টার কমিশনার প্রাবাত কুলারাত্নে, পাকিস্তান বয় স্কাউট এয়োসিয়েশনের বেলুচিস্তান প্রাদেশিক সেক্রেটারী সাবির হুসেইন, মালয়েশিয়ান স্কাউটসের এসিস্ট্যান্ট স্কাউট কমিশনার চোই ইউ জেন।

৯ মে রাতে আয়োজন করা হয় সব দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার অনুষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল নাইট। কোন কোন দেশের প্রতিনিধিদল নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের ষ্টল স্থাপন করলেন, কেউ পরিবেশন করলেন নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীত। সকলেই পরিধান করেন নিজ দেশের ঐতিহ্যগত পোষাক। সুশৃঙ্খল নৃত্যগীত যাদু প্রদর্শন শেষ হলো মধ্যরাতে। একটা বিষয় নি:সন্দেহে বলা যায়, এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও পোষাক, সম্ভাষন, খাদ্য, আপ্যায়ন তথা সংস্কৃতিতে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। যা দুর থেকে বুঝা যাবে না। ইউরোপ, আমেরিকা, আরব, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার দেশগুলো থেকে একদম আলাদা।

মালয়েশিয়ার নামটি আসলেই পাশাপাশি আরো একটি নামও চলে আসে। মাহাথীর মোহাম্মদ। ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি। তিনি ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দল পর পর পাঁচবার সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তিনি এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৩ সালের ৩০শে অক্টোবর তিনি স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেন। দীর্ঘ ৩২ বছর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকলেও যার জনপ্রিয়তা কমেনি একটুও। অবসর গ্রহণের দীর্ঘ পনের বছর পর ৯২ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের ব্যাপক দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে মাহাথির মোহাম্মদ আবারও আসেন রাজনীতিতে।

মাঝে ১৫ বছর বিরতি দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েই আবার নির্বাচিত হলেন প্রধানমন্ত্রী পদে। তাঁর ঐতিহাসিক এই নির্বাচনের দিনটিতে মালয়েশিয়ায় থাকার সৌভাগ্যও হয়ে গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নির্বাচনের সময়টিতে সারা কুয়ালালামপুরের কোথাও কোন মিছিল, পথসভা দূরের কথা একটি ব্যানার/ফেষ্টুন, লিফলেটও চোখে পড়েনি। দেশের নাগরিকরা শুধু জানেন ৯ তারিখ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। ভোটের দিন মানুষ যে যেখানে ছিলেন, নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এলেন। এমনকি ওয়ার্কশপে যোগদানকারীরাও। ভোট দেয়ার পর ভোটারদের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির এক কর পর্যন্ত কালি লেপন করে দেয়া হয়।

■ চলবে...

২০২০-২১ মুজিব বর্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে ২০২০ ও ২০২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালন করা হবে। ৬ জুলাই ২০১৮ এ ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা ও দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। তারই দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এ স্বাধীনতা। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী দিন ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিন পর্যন্ত 'মজিব বর্ষ' হিসেবে পালন করা হবে।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষে নারী-পুরুষ, তরুণ, শিশু-কিশোর সব বয়সী মানুষের জন্যই আলাদা আলাদা কর্মসূচি থাকবে। আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি জ্ঞানী-গুণী, ব্যবসায়ী, সরকারি চাকরিজীবি ছাত্র-ছাত্রী সহ সব শ্রেণি-পেশাজীবি মানুষকেও এ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে। দেশজুড়ে স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের খেলাধুলা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজনও থাকবে। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার করা হবে।

স্বীকৃতি পেলেন আরো ৩৮ বীরাঙ্গনা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আরো ৩৮ বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে নির্যাতিতদের মধ্যে ৩৮ জনকে স্বীকৃতি দিয়েছে সম্প্রতি গেজেট প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে ২৩১ জন বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন। মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনারা প্রতি মাসে ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের মত অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

ঢাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভিসা কেন্দ্র

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভিসা কেন্দ্র এখন ঢাকায়। এ ভিসা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ৫ হাজারেরও বেশি ভিসা ইস্যু করা হবে। ১৪ জুলাই ২০১৮ ভারতীয় এ ভিসা সেন্টার উদ্বোধন করেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন যমুনা ফিউচার পার্কে ভিসা সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে। ১৮,৫০০ বর্গফুট বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত এ ভিসা আবেদন কেন্দ্রে থাকবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত টোকেন ভেন্ডিং মেশিন, আবেদন জমা দেয়ার জন্য ৪৮টি কাউন্টারসহ আরো অনেক সুযোগ সুবিধা। জ্যেষ্ঠ নাগরিক, নারী মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যবসায় ভিসা আবেদনের জন্য আলাদা কাউন্টার থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা

উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতালে ৫০ হাজার ঠাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবেন মুক্তিযোদ্ধারা। এ জন্য ১৪টি বিশেষায়িত হাসপাতকে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা অগ্রিম দেবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সব পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা দিতে ২২ জুলাই ২০১৮ সালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউ ও হাসপাতাল ইত্যাদি।

সারদায় মৈত্রী ভবন

রাজশাহীর সারদায় অবস্থিত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবনের যাত্রা শুরু হয়েছে। একাডেমি ক্যাম্পাসে ভারত সরকারের অর্থায়নে নির্মিত ভবনটি ১৪ জুলাই ২০১৮ উদ্বোধন করেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। এ সময় ভবনে অত্যাধুনিক আইটি সেন্টারেরও উদ্বোধন করেন দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পাসপোর্ট অফিস হবে আরো ১৬ জেলায়

পাসপোর্ট সেবা মানুষের দেরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য নতুন করে আরো ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হবে। অনুমোদিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন করে ১৬টি জেলা লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, মেহেরপুর ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি, নাটোর, পঞ্চগড়, নড়াইল, জয়পুরহাট, শেরপুর, বান্দরবন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করা হবে।

সেপ্টেম্বরে আসছে 'বাংলার জয়যাত্রা'

প্রায় সাতাশ বছর পর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) বহরে যুক্ত হচ্ছে নতুন জাহাজ 'এমভি বাংলার জয়যাত্রা'। ২০১৮ সালের শেষ দিকে আরো পাঁচ জাহাজ যুক্ত হবে নৌবহরে। ৩৯ হাজার ডেড ওয়েট টন (ডিডব্লিউটি) ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ারের 'বাংলার জয়যাত্রাৎ জাহাজটি তৈরি করেছে চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)। এপ্রিল ২০১৮-এ জাহাজটির লঞ্চিং ও নামকরণ হয়েছে। বাংলার জয়যাত্রার পরই আসবে 'বাংলা সমৃদ্ধ'। এ দু'টি ছাড়াও বাকি জাহাজগুলো হলো- 'বাংলার অগ্রযাত্রা', 'বাংলার অগ্রদূত' ও 'বাংলার অগ্রগতি'। বিএসসির বহরে এক সময়ে ৩৬টি জাহাজ ছিল, বর্তমানে রয়েছে মাত্র দুইটি- বাংলার অগ্রযাত্রা ও বাংলার অর্জন।

পরিত্যক্ত শাহজিবাজারে গ্যাসের সন্ধান

দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত থাকা হবিগঞ্জের শাহজিবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের ১ নম্বরকূপে নতুন করে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। দুই মাস ধরে ওয়ার্ক ওভার কাজ শেষে ২৪ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) গ্যাস মজুদ থাকার কথা জানায়। উল্লেখ, ১৯৬৩ সালে শাহজিবাজার গ্যাসক্ষেত্রের ১ নম্বর কূপ থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

স্বাস্থ্য কথা

সুস্থ থাকার কিছু উপায়

আমাদের মধ্যে কেউই অসুস্থ হতে চায় না। কারণ অসুস্থতা মানেই ঝামেলা এবং খরচের ব্যাপার। অসুস্থ হলে যে শুধু খারাপ লাগে তা-ই নয়, এর ফলে একজন ব্যক্তি কাজে বা স্কুলে যেতে পারেন না, অর্থ উপার্জন করতে পারেন না অথবা নিজ পরিবারের দেখাশোনাও করতে পারেন না। উপরন্তু সেই ব্যক্তির দেখাশোনা করার জন্য আরেকজন লোকের প্রয়োজন হয় এবং তাকে হয়ত দামি দামি ওষুধ কেনার অথবা চিকিৎসা করানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

একটা সুপরিচিত প্রবাদ বলে, "বিপদ আসার আগেই সাবধান হওয়া ভালো।" এটা ঠিক যে, কিছু কিছু রোগ এড়ানো যায় না। তবে, সহজেই অসুস্থ না হওয়ার অথবা অসুস্থতা রোধ করার জন্য আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। পাঁচটা বিষয় বিবেচনা করুন, যেগুলো আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

১। উত্তম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন
২। বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করুন
৩। খাবারের প্রতি খেয়াল রাখুন
৪। শারীরিক পরিশ্রম করুন
৫। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান

১। উত্তম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন

অসুস্থতা এবং রোগ সংক্রমণ এড়ানোর সবচেয়ে ভালো একটা উপায়" হল, হাত ধোয়া। সর্দিকাশি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, হাতে জীবাণু থাকা অবস্থায় নাক বা চোখ ঘষা। এই ধরনের জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, নিয়মিতভাবে হাত ধোয়া। উত্তম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের সংক্রামণও এড়ানো যায় যেমন, নিউমোনিয়া এবং ডায়েরিয়া। এই ধরনের রোগের কারণে প্রতি বছর কুঁড়ি লক্ষেরও বেশি শিশু মারা যায়, যাদের বয়স পাঁচ বছরের নীচে। হাত ধোয়ার মতো সাধারণ অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এমনকি মারাত্মক ইবোলা ভাইরাস সংক্রামণের হার কমানো যেতে পারে।

বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে হাত ধোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আপনি নিজেকে ও অন্যদের সুস্থ রাখতে পারেন। মূলত এই সময়গুলোতে হাত ধোয়া উচিত:

- টয়লেট ব্যবহার করার পরে।
- বাচ্চাদের ডায়াপার বদলানোর পর অথ বা তাদের টয়লেট করানোর পরে।
- ক্ষতস্থান অথবা কাটা জায়গা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানোর আগে এবং পরে।
- কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আগে এবং পরে।
- খাবার প্রস্তুত করার, তা পরিবেশন করার অথবা খাওয়ার আগে।
- হাঁচি দেওয়ার, কাশি দেওয়ার এবং নাক ঝাড়ার পরে।
- কোনো পশুর গায়ে হাত দেওয়ার অথ বা তাদের মল-মূত্র পরিষ্কার করার পরে।
- আবর্জনা পরিষ্কার করার পরে।

আর সঠিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়টাকে হালকাভাবে নেবেন না। গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই পরে হাত ধোয় না অথবা ধুলেও, সঠিকভাবে না। কীভাবে হাত ধোয়া উচিত?

- পরিষ্কার পানির নীচে হাত ভেজান এবং সাবান লাগান।
- দু-হাত ঘষে ফেনা তৈরি করুন ও সেইসঙ্গে অবশ্যই নখ, বৃদ্ধাঙ্গুল, হাতের পিছন দিক এবং আঙুলের মাঝের জায়গা পরিষ্কার করুন।
- অন্ততপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ঘষুন।
- পরিষ্কার পানির নীচে হাত ধৌত করুন।
- কোনো পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে ফেলুন।

যদিও এই বিষয়গুলো খুবই সাধারণ কিন্তু এগুলো অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করার এবং জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী।

■ চলবে...

খেলাধুলা

এক নজরে চমকের বিশ্বকাপ

রাশিয়া বিশ্বকাপে চমক কিংবা অঘটন শেষ নেই। গ্রুপ পর্বেই জার্মানির বিদায় দিয়ে শুরু, এরপর একের পর এক চমক দেখিয়েছে দলগুলো। শেষ ষোলতে আর্জেন্টিনা, স্পেন ও পর্তুগাল যথাক্রমে হারিয়েছে ফ্রান্স, রাশিয়া ও উরুগুয়ে। তবে মাঠের নব্বই মিনিটের লড়াই ছাড়াও ঘটেছে নানা অঘটন। পাশাপাশি প্রাপ্তি ও রেকর্ডও কম নয়। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক রাশিয়া বিশ্বকাপের উলেখযোগ্য ঘটনাগুলো-

ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি

বিশ্বকাপে প্রথমবার ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ব্যবহার করা হয় ভিডিও অ্যাসিসটেন্ট রেফারি। নয়া প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েই ফ্রান্সকে পেনাল্টি দেন ম্যাচের রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধে অজি ডিফেন্ডার গ্রিজম্যানকে ফেলে দিলেও প্রথমে পেনাল্টি দেননি তিনি। পরে এক মিনিটের বেশি খেলা চলার পর মত বদলান রেফারি। সাহায্য নেন ভিডিও অ্যাসিসটেন্ট রেফারির। মাঠের ধারে গিয়ে নিজেই রিপ্লে দেখেন। তারপর মত বদলে ফ্রান্সকে পেনাল্টি দেন উরুগুয়েন রেফারি। এই বিশ্বকাপে এই ম্যাচেই প্রথমবার গোল লাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

ফেয়ার প্লে পয়েন্ট

পয়েন্ট বা গোল পার্থক্য সমান। তবু ফিফার ফেয়ার **প্লে** পয়েন্টের ভিত্তিতে সেনেগালকে পেছনে ফেলে নকআউটে চলে যায় জাপান। সেনেগালের ফুটবলাররা জাপানের থেকে বেশি হলুদ কার্ড দেখায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন।

সুয়ারেজের ম্যাচের সেঞ্চুরি

নিজের শততম ম্যাচে গোল করে নজির গড়েন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার লুই সুয়ারেজ।

এসামের নজির

৪৫ বছর বয়েসে বয়স্কতম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলে ইতিহাস গড়লেন মিশরের গোলরক্ষক এসাম আল হাদারি। বিশ্বকাপে বয়স্কতম গোলরক্ষক হিসেবে পেনাল্টিও বাঁচিয়েছেন তিনি।

জার্মানির বিদায়

গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নেয় জার্মানি। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ১৯৩৮ সালের পর গ্রুপ লিগ থেকে বিদায় নিতে হল জোয়াকিম লো-কে।

মেসি-রোনালদোর বিদায়

একই দিনে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে যায় বিশ্বফুটবলের দুই সেরা তারকা মেসি আর রোনালদোর। দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বিদায় নেওয়ায় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় দুই মহাতারকার।

অল-ইউরোপ

২০০৬ সালের পর আবার চার ইউরোপীয় দলের মধ্যে সেমিফাইনাল হয়।

ক্রোয়েশিয়ার ইতিহাস

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার ফাইনালে ওঠে ক্রোয়েশিয়া।

■ ক্রীড়া প্রতিবেদক

ছড়া-কবিতা

বিশ্বকাপের অন্তকথন-২০১৮

শিখর চৌধুরী

বিশ্বকাপ ফুটবলে লেগেছে ঢেউ
এখনই বাজি ধরছে কেউ কেউ
বিশ্বফুটবল এখন পায়ে পায়ে
টেলিভিশনের স্ক্রীণে খেলোয়াররা কতো কাছে।
এবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা বাদ, তাই সবার চোখ ছল্ ছল্
সাড়ে ১৬ কোটি বাঙালির সিংহভাগের অন্তরেই জল।
এখনও চলছে লুটোপুটি
পতাকা নামাতে ছুটোছুটি।
সবাই হিসেব করছিলো, কে পাবে গোল্ডেন বুট
ক্রোয়েশিয়ার খেলোয়াড় মডরিস-ই পেল
আকাঙ্খিত গোল্ডেন বুট।
বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল; হতবাক দেখছে চোখে চোখে
ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে চাম্পিয়ন ফান্স এখন স্বপনসুখে।।

মনের আশা

চম্পক কুমার

যদি পাখির মতো থাকতো ডানা,
উড়তাম বিশ্বে এপার-ওপার।
কবুতরের মতো যদি থাকতো দুটো চোখ
দূর দিগন্তে চেয়ে থাকতাম অপলক।

ফুল যেমন সুরভি ছড়ায় বাতাসে,
তেমনি নিজেকে বিলিয়ে দাও।
অসহায়ের কষ্ট লাঘবে কাজ করো সবসময়
চারদিক হউক আনন্দময়।

ধানক্ষেতে দোল খাওয়া সুবাসিত বাতাসে
মন ভরুক সুভাসিত আলোকে।
মন্দ ভাবনা হোক মলিন,
প্রাণে জাগুক গান, হবো পরমে অমলিন।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৭.২০১৮ ॥ রবিবার

– যশোর বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান কে-৮ ডাব্লিউ বিধ্বস্ত হয়ে দুই পাইলট নিহত হন।

– বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চল থেকে আগামী দুই বছরের জন্য কমনওয়েলথ নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়।

০২.০৭.২০১৮ ॥ সোমবার

– এক লাখ টাকা জরিমানা ও একবছরের কারাদন্ডের বিধান রেখে বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) বিল সংসদে পাস হয়।

০৩.০৭.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি ডলারের সমপরিমান রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

০৪.০৭.২০১৮ ॥ বুধবার

– রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এক প্রতিবেদনে জানায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় ৩ হাজার ৬৬৬ কোটি ৮১ লাখ ডলার।

০৫.০৭.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– খুলনা সিটি করপোরেশনের নব-নির্বাচিত খুলনা মেয়র ও কাউন্সিলররা তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে শপথ নেন।

০৬.০৭.২০১৮ ॥ শুক্রবার

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২০২০-২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' ঘোষণা করা হয়।

০৭.০৭.২০১৮ ॥ শনিবার

– হাতিরঝিল থানার কার্যক্রম শুরু হয়।

০৮.০৭.২০১৮ ॥ রবিবার

– সপ্তদশ সংশোধনী বিল পাস হওয়া জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরো ২৫ বছর বৃদ্ধি পায়।

– বাংলাদেশ ও ভারতের নৌবাহিনীর যৌথ টহল শেষে দেশে ফেরে জাহাজ 'আবু বকর' ও 'ধলেশ্বরী'।

১২.০৭.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

১৪.০৭.২০১৮ ॥ শনিবার

– বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

– রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবনের উদ্বোধন করা হয়।

– ঢাকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভিসা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

২০.০৭.২০১৮ ॥ শুক্র

– নীলফামারীর সৈয়দপুরে বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়।

২২.০৭.২০১৮ ॥ রবিবার

– বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

২৪.০৭.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

বিদেশের খবর...

০১.০৭.২০১৮ ॥ রবিবার

– প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই অঞ্চলে মাসব্যাপী 'রিম অব প্যাসিফিক' নৌ মহড়ায় অংশ নেয় আসিয়ানের সদস্য ২৫টি দেশের ২৫ হাজার সেনা।

– অভিবাসন নীতি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কট্টর নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভ হয়।

০৩.০৭.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব তুন রাজ্জাককে গ্রেফতার করে দেশটির দুর্নীতি দমন কমিশন (এমএসিসি)।

– যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের মোবাইলের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্প।

০৪.০৭.২০১৮ ॥ বুধবার

– মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব তুন রাজ্জাককে জামিন দেয় আদালত।

– ইকুয়েডরের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরায়াকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন দেশটির আদলত।

০৭.০৭.২০১৮ ॥ শনিবার

– রাশিয়ার মধ্যস্থতায় করা চুক্তিতে অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হয় দক্ষিণ সিরিয়ার বিদ্রোহীরা।

০৮.০৭.২০১৮ ॥ রবিবার

– থাইল্যান্ডের উত্তারাংশের গুহায় আটকেপড়া ফুটবলারদের মধ্যে 'ছ' কিশোরকে উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল।

– ব্রেক্সিট নিয়ে দ্বন্দের জেরে পদত্যাগ করেন যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিটমন্ত্রী ডেভিড ডেভিস।

০৯.০৭.২০১৮ ॥ সোমবার

– তুরস্কের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন রিসেপ তায়েপ এরদোগান।

– ব্রেক্সিট নিয়ে দ্বন্দের জেরে পদত্যাগ করেন যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিটমন্ত্রী ডেভিড ডেভিস।

১১.০৭.২০১৮ ॥ বুধবার

– মাদক অপরাধীদের দমনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা।

১৩.০৭.২০১৮ ॥ শুক্রবার

– পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ও তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজকে গ্রেফতার করা হয়।

–পাকিস্তানে দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় ১৩২ জন নিহত হয়।

■ সংকলন: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স বাস্তবায়ন

অংশগ্রহণকারী একাংশের সাথে মধ্যখানে উপবিষ্ট জাতীয় কমিশনার সারোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় সদর দফতরের শামস হল, ঢাকায় রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডারদের জন্য তিন দিন ব্যাপী সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিযার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) । কোর্সে ৩২ জন রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডার অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আলমগীর,নিউজ প্রেজেন্টার, বাংলা ভিশন (শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিঃ)। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমীন লাকী, উপস্থাপক, ভয়েজ আর্টিস্ট ও আবৃত্তি শিল্পী, জনাব সালাহউদ দীন আহমদ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) । কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিযার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। কোর্সে উচ্চারণ, মোটিভেশন, ইংরেজী উচ্চারণ, অগ্রদূতের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার, টেলিভিশন, বেতার ও মঞ্চে উপস্থাপনার কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও অনুশীলন করা হয়।

জাতীয় প্রোগ্রাম মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম বিভাগের আয়োজনে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ১৯ থেকে ২১ জুলাই জাতীয় প্রোগ্রাম মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)। ওয়ার্কশপে রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের ৭৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে ইয়ুথ প্রোগ্রাম পলিসি, ইয়ুথ ইনভলমেন্ট পলিসি, রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, মাইপ্রোগ্রেস, লগবই পর্যালোচনায় জেলা রোভার লিডারদের করণীয়, বর্তমান রোভার প্রোগ্রাম পর্যালোচনা, প্রোগ্রাম রিভিউ, রোভার দল পরিচালনা ও অধিকহারে ইয়ুথদের রোভারিংয়ে অংশগ্রহণের কৌশল, ক্রু মিটিং নিয়মিতকরণ ও রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

বরিশাল অঞ্চল

বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্স

১৮-১৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত বেসিক ড্রইং প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে ১৪টি স্কাউট দল (মেট্রোসহ) সকাল আটটার মধ্যে এসে রিপোর্ট করে। শুরু হয় কোর্সের কার্যক্রম। কোর্সে ৭৬ জন স্কাউটদের অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবু মোতালেব খান (প্রকল্প পরিচালক, স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্প) । সভাপতিত্ব করেন জনাব মমতা আলী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক (আর্টস এন্ড ডিজাইন)। তিনি কোর্সের বিস্তারিত তুলে ধরেণ। ব্যাখ্যা দেন ড্রইং ও ডিজাইন আমাদের জীবনে কতটুকু প্রয়োজন। কী কী কারণে আমাদের এধরণের সৃজনশীল কোর্স আয়োজন দরকার। এর পর বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট জনাব সবুজ দাস তিনি তার বক্তব্যে বলেন- বেসিক ড্রইং শেখা আমাদের প্রত্যেকের দরকার। জীবনে আর্টিস্ট হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ছবি আঁকার ফাউন্ডেশন থাকলে আমরা নিজেরাই অনেক ডিজাইন করতে পারি। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।' আবার ডিজাইন করে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায় তাও বলে। শিল্পী এও বলেন-কিভাবে তিনি চারুকলায় ভর্তি হয়েছিল, এখন চাকুরী না করে ছবি এঁকে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জনাব মো: আবু মোতালেব খান (প্রকল্প পরিচালক, স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্প)। তিনি তার বক্তব্যে বলেন 'আমার ব্যজ পদ্দতিসহ বিভিন্ন কোর্স করে থাকি, আমরা এখানে আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট এর মধ্যে এ দু দিন থাকব। এখানে এসেছো নতুন করে শিখতে। চিত্রকলার এবিসিডি শুরু হবে। তবে তুমি শিখতে পারবে। আর যদি মনে কর তুমি অনেক কিছু জান তবে কিছুই শিখতে পারবেনা। এখানে অনেক পয়েন্ট শিখতে পারবে নাচে যেমন কিছু মুদ্রা থাকে তেমনি এখানে কিছু ফর্ম রয়েছে। যেগুলো শিখলে তুমি ড্রইংটা সহজে করতে পারবে। এর পর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে সভাপতি জনাব জনাব মমতাজ আলী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস বরিশাল অঞ্চল।

জনাব অসীম চৌধুরী ও সবুজ দাস সেশন নেন। দুপুরের আহারের পর শুরু হয় কিভাবে ডিজাই করা যায় । এর পূর্বে বেলা ৭৬ জন স্কাউটদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় শিল্প উপকরণ (স্কেচখাতা, প্যাস্টেল কালার, পেন্সিল এবং সাইনপেন) । বিকালে খেলাধুলার জন্য স্কাউটদের সুযোগ দেওয়া হয় । রাত ৭.৩০ মিনিটে তাঁবু জলসা হয়। ১৯ জুলাই সকালে পতাকা উত্তোল পর প্রার্থনা সংগীত এরপর ড্রইং ক্লাস শুরু হয়। কাগজ কেটে কেটে কিভাবে দৃশ্য আঁকা যায় তা শেখান শিল্পী অসীম ও সবুজ দাস । এরপর আউটডোর স্ট্যাডি চলে । এখানে স্কাউটরা দেখে দেখে ছবি আকাঁ শিখে । কেউ দৃশ্য, কেউ গাছের গোড়া, কেউ ফুল-লতা-পাতা দেখে অনুশীলন করে। দুপুরের আহারের পর বেসিক ফর্ম ব্যবহার করে ছবি আঁকার কৌশল দেখন শিল্পীরা গ্রুপ ভিত্তিক।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

হাবিবুল হক দেশ সেরা স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত

শিক্ষামন্ত্রী স্কাউটার হাবিবুলকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন

বাংলাদেশ স্কাউটস, কাপ্তাই উপজেলার সাবেক সম্পাদক ও বিউবো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারি প্রধান শিক্ষক বর্তমানে রাউজান চবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা সম্পাদক মুহম্মদ হাবিবুল হক দেশ সেরা স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। অনন্য এই সাফল্য অর্জন করায় গত ২৫ জুন ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে হাবিবুল হকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রেষ্ট ও সম্মাননা তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুল হককে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও স্কাউট কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য ভূমিকা রাখার আহবান জানান। হাবিবুল হক দেশ সেরা স্কাউট শিক্ষক হবার পাশাপাশি তাঁর সন্তান পটিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র জুলফিকার মুনির বাপ্পীও দেশসেরা স্কাউট নির্বাচিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়। হাবিবুল হক দেশ সেরা স্কাউট শিক্ষক এবং তাঁর পুত্র জুলফিকার দেশসেরা স্কাউট নির্বাচিত হওয়ায় গর্বিত পিতাপুত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা স্কাউটসের সভাপতি ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাসেলুল কাদের ও রাউজান উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম হোসেন। হাবিবুল হককে আরো অভিনন্দন জানান রাউজান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবদুর রহমান, কর্ণফুলী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক শফিক উদ্দীন আহমেদ, কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুহুল আমিন, সীতাকুন্ড উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারিকুল আলম, রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটসের সাধারন সম্পাদক ইলিয়াছ আযম আশরাফী, রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটসের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক মোস্তফা কামাল, কাপ্তাই উপজেলা স্কাউটসের সাধারন সম্পাদক মাহবুব হাসান বাবু, উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার খোরশেদুল আলম কাদেরী, রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটসের সহসভাপতি কাজী মোশাররফ হোসেন এবং টিএসপি উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক হারুন আল রশীদ। প্রসঙ্গত হাবিবুল হক দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাপ্তাই উপজেলা স্কাউটসের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছেন। তাঁর হাত ধরে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগে স্কাউটস কার্যক্রম আরো জোরদার হবে বলে তাঁর হিতাকাঙ্খীরা প্রত্যাশা করেন। হাবিবুল হকের সাফল্যে তাঁর গ্রামের বাড়ি পটিয়া, বর্তমান কর্মস্থল রাউজান এবং কাপ্তাই উপজেলাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

■ খবরপ্রেরক: কাজী মোশাররফ হোসেন
সহ-সভাপতি-রাঙ্গামাটি জেলা স্কাউটস

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষে পিছিয়ে নেই লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের কার্যক্রম ক্রমোন্নতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ডি.পি.ই.ও এবং ইউ.ই.ও একই সাথে জেলার সকল পর্যায়ের স্কাউটারবৃন্দের সাথে স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৫ জুন ২০১৮, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে। মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কাউটস ও রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন লক্ষ্মীপুরের কৃতি সন্তান ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্রাটেজিক প্লানিং এন্ড গ্রোথ) এবং লক্ষ্মীপুর জেলা স্কাউটস ও রোভার জেলা বাংলাদেশ স্কাউটসএর নিয়োগ প্রাপ্ত প্রতিনিধি মোঃ জিয়াউল হুদা (হিমেল), এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের উপ পরিচালক ফারুক আহম্মদ, জেলা স্কাউটসের কমিশনার কবীর আহম্মদ এল.টি, জেলা স্কাউটসের সম্পাদক মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন এ.এল.টি, জেলা রোভারের সম্পাদক এ এফ এম মাহাবুব এহছান সুমনসহ জেলা নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য, জেলার প্রতি উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার, সম্পাদক, উপজেলা কাব স্কাউট লিডার, উপজেলা স্কাউট লিডার, জেলার দায়িত্বরত সহকারী পরিচালক দয়াময় হালদার, বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র অগ্রদূতের সহ-সম্পাদক আওলাদ মারুফ প্রমূখ।

প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব তার আলোচনায় বলেন আমি লক্ষ্মীপুরের সন্তান এটি হচ্ছে আমার স্থায়ী পরিচয় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো লক্ষে পৌছাতে ২০২১ সালে ২১ লাখ স্কাউট সদস্যের বাংলাদেশ স্কাউটস এবং স্কাউটিং-এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অবদান রাখতে। আমাদের জেলার স্কাউটস ও রোভার কার্যকমকে গতিশীল করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষে সবার সাথে কাজ করা এবং লক্ষ্মীপুর জেলা যাতে বাংলাদেশ স্কাউটসের অনুদানের কোর্স পায় সে জন্য তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন এল.টি মহোদয়ের সাথে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন যা ঈদের পরে বাস্তাবায়ন করা সম্ভব হবে হবে।

সভাপতি ও জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল বলেন সহ শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে জেলার স্কাউটিং কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য তার সকল প্রকার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং তিনি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন জেলা ও উপজেলা তহবিল অর্থ আদায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের আন্তরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে।

এসময় বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের উপ পরিচালক ফারুক আহম্মদ বাংলাদেশ স্কাউটসের নানা কার্যক্রমে লক্ষ্মীপুর জেলার অবস্থান তুলে ধরেন এবং আগামীতে কি কি কর্মসূচি রয়েছে তা আলোচনা করেন। জেলা কমিশনার ও সম্পাদক লক্ষ্মীপুর জেলার স্কাউটিং কার্যক্রমের গতিশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের কার্যক্রম ইউনিট অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্ত দলে তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় রোভার মুটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউট/ স্কাউট/ রোভার স্কাউট (ছেলে-মেয়ে) উভয় ইউনিট গঠিন করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বসুলভ গুনাবলির বিকাশ এবং তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ ধরণের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্বান জানান, বাংলাদেশ ২০২১ সালে ২১ লক্ষ স্কাউট সদস্য তৈরিতে সবাইকে কাজ করার জন্য।

■ খবরপ্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা

স্কাউট সংবাদ

কাব দলের কাব হলিডে

জামালপুর জেলার সদর উপজেলার শীতলকুর্শা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব দলের আয়োজনে ১ম কাব হলিডে ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে দিনব্যাপী বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। হলিডেতে মোট ৪৮ জন কাব অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে লাঙ্গলজোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬জন গার্ল ইন কাব ছিল। অংশগ্রহনকারীদের ৫টি উপদলে ভাগ করা হয়। কাব হলিডে ক্যাম্পের পরিচালক হিসেবে গ্রুপ সভাপতি স্কাউটার আবুল হোসেন, স্কাউটার ফয়সাল, স্কাউটার সহিজল দায়িত্ব পালন করেন। হলিডেতে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার মো: গোলাম মোস্তফা । আরো উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ এবং গ্রুপের অন্যান্য শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সভাপতি স্কাউটার মো: আবুল হোসেন। উদ্বোধনের পর বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়। হলিডে উপলক্ষে কাবদের অংশগ্রহনে একটি র‍্যালী বের করা হয়। ১২জন কাবকে দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান আয়াজন করা হয়। কাব কার্ণিভালে ৫টি স্টেশন করা হয়। স্টেশনগুলো হলো বালতিতে বল নিক্ষেপ, চামি-মারবেল দৌড়, ফুৎকার, টার্গেট হীট, রিং ছোড়া এবং আইন প্রতিজ্ঞা। কাবদের অংশগ্রহনে একটি কাব স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। স্কাউট ওনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সহকারী পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। কাব অভিযান পরিচালনা করেন স্কাউটার ফয়সাল। বনকলা পরিচালনা করেন স্কাউটার মইনুদ্দিন । সেখানে স্কাউট বনকলার মাধ্যমে স্কাউটরা সংগ্রহিত গাছপালার গুনাগুন সর্ম্পকে আলোচনা করে। কাবদের প্রাথ মিক প্রতিবিধান শেখানো হয়। রত্ন কুরাও খেলাটিও কাব স্কাউটরা খেলে। বিকেলে তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবু জলসায় পাচঁটি উপদল মোট পাচঁটি আইটেম উপস্থাপন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে গ্রুপ সভাপতি মো: আবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্কাউটার মেরিনা। আরো বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অভিভাবকগণ। অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন যে, কাব হলিডে মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। এতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

রেলওয়ে স্কাউটস এর ব্লাড ডোনেশন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ স্কাউটস রেলওয়ে অঞ্চলের পরিচালনায় এবং আখাউড়া রেলওয়ে জেলা স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় ২৯ জুন শুক্রবার সিলেট রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ব্লাড ডোনেশন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স।

জলা স্কাউটস এর যুগ্ম সম্পাদক ও কোর্স সেক্রেটারি আনিছুর রহমান সরকার এহিয়ার পরিচালনায় সকাল ১০টায় কোর্সের উদ্বোধন করেন রেলওয়ে জেলা স্কাউটস এর সহসভাপতি ও সিলেট রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন।

দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত কোর্সের প্রথম পর্বে আগত প্রশিক্ষণার্থীর উদ্দেশ্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেন সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের চীফ টেকনোলজিস্ট আনোয়ার হোসেন। দ্বিতীয় পর্বে আগত স্কাউট, রোভার ও ইউনিট লিডারদের সাথে মানব সেবায় রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুলে ধরেন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্টাতা ও অধ্যক্ষ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, আখাউড়া রেলওয়ে জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক ও কোর্স পরিচালক আহসান কবীর লিটন, সাংবাদিক ইউনিট সিলেটের সভাপতি সবুজ আহমদ।

এখানে উলেখ্য যে, আখাউড়া ও সিলেট রেলওয়ের বিভিন্ন স্কাউট গ্রুপ হতে মোট ৪৫ জন স্কাউট, রোভার ও ইউনিট লিডার কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা

মানবসম্পদ উন্নয়নে স্কাউটস প্রশংসনীয় অবদান রাখছে

-সিলেট বিভাগীয় কমিশনার

অঞ্চলের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন বিয়ানীবাজার উপজেলার সাবেক শিক্ষা অ
র জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে স্কাউটস প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। গত ১৭ জুলাই, ২০১৮ মঙ্গলবার সিলেটের গোলাপগঞ্জে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কাউন্সিলের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'স্কাউটস' এর কার্যক্রম গতিশীল করতে সংশ্লিষ্টরা আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। তিনি বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে শুরু থেকেই স্কাউটস প্রশংসনীয় অবদান রেখে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে স্কাউটসের অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবি রাখে। স্কাউটসের শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। স্কাউটিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে আরো অগ্রসর করা সম্ভব। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সিলেট অঞ্চলে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামীতে শতভাগ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সকলে যাতে সচেষ্ট থাকেন, এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি স্কাউটদের সুনাগরিক হিসিবে গড়ে তোলার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নৈতিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কাউন্সিলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের সভাপতিত্বে ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) প্রমথ সরকারের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার তার বক্তব্যে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের প্রতি সিলেট অঞ্চলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে স্কাউটিং কার্যক্রম জোরদার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুইটি কাব ও স্কাউট ইউনিট গঠন করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল ইন স্কাউট দল গঠনেরও আহ্বান জানান। তিনি সিলেট অঞ্চলে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং সিলেট জেলা প্রশাসন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া যেসকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় এ অঞ্চলে স্কাউটিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে তিনি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সভাপতি শরীফুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক মো: ময়ুব আলী। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং স্কাউটার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের সিলেট অঞ্চলের পক্ষ থেকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর মো: আব্দুল কুদ্দুছ প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য ফি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে একটি সমন্বয় সভার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। স্কাউটিং কার্যক্রম জোরদার করা ও ফি আদায়ের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান। শেষে প্রধান অতিথি ২০১৬ সালে স্কাউটার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন।

সভায় সিলেট অঞ্চলের স্কাউটিং কার্যক্রমে নিবেদিত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং অসুস্থদের ব্যক্তিবর্গের সুস্থতা কামনা করা হয়।

■ খবরপ্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিলেট

পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স

চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ০৭ হতে ১১ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৫৯ তম ও ১৬০তম পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল চট্টগ্রাম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৯তম পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্সে মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার কোর্স লিডার এবং ১৬০তম কোর্সে রমা বড়ুয়া, উডব্যাজার কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ০৭ জুন ২০১৮ সকাল ০৯৩০ ঘটিকায় জেলা স্কাউট লিডার মোঃ মুছা উডব্যাজার, কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উক্ত কোর্সে চট্টগ্রাম জেলা নৌ-স্কাউটস এর আওতাধীন বিএন স্কুল ও কলেজ, বেগমজান উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়, ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ (কর্ণফুলি ইপিজেড), টিএসপি কমপ্লেক্স সেকেন্ডারী স্কুল, নেভি এ্যাংকরেজ চট্টগ্রাম, বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ (ইপিজেড) চট্টগ্রাম এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয় হতে সর্বমোট ৫৫ জন নৌস্কাউট এবং ৩০জন গার্ল-ইন-নৌস্কাউট, ৯ জন প্রশিক্ষক এবং ৫ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ সর্বমোট ৯৯ জন অংশগ্রহণ করে। কোর্সে পারদর্শিতা ব্যাজের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে ৮টি ব্যাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ব্যাজগুলো হলো ঃ চেতনা গ্রুপ থেকে "নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা", নৌ কুশলী গ্রুপ থেকে "নৌবাহিনী সংগঠন ও ভেলা তৈরী", প্রযুক্তি গ্রুপ থেকে "কম্পিউটার ব্যবহারকরী", আনন্দ গ্রুপ থেকে "অ্যাডভেঞ্চার", প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ গ্রুপ থেকে "পাখি পর্যবেক্ষণ", প্রাণীর যত্ন গ্রুপ থেকে "কবুতর পালন"।

১১ জুন ২০১৮ সমাপনী দিবসে জেলার সচিব লেঃ কমান্ডার কে এম মারুফ হোসেন বিএন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কাউটদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন "স্কাউটিংয়ের পাশাপাশি প্রত্যেক স্কাউটকে অবশ্যই পড়ালেখায় মনোযোগি হতে হবে। এস.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে স্কুল তথা সকলের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। নতুবা প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলেও তখন ঐ অ্যাওয়ার্ড কোন কাজে আসবে না।" বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মশিউর রহমান, এ.এল.টি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন " পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্সে তোমরা যা শিখেছ তা ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বি হতে পারবে এবং ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে জেলার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবে।"

অনুষ্ঠানের শেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। কোর্স দুটিতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমাঃ সাজেদুল করিম (ট্যাজ) বিএন উডব্যাজার, লে: কমা: কে এম মারুফ হোসেন বিএন, মো: মুসা উডব্যাজার, শীমূল শীল উডব্যাজার, শাহনাজ বেগম স্কীল কোর্স সম্পন্ন, মো: আমির হোসেন স্কীল কোর্স সম্পন্ন এবং মো: সাখাওয়াত হোসেন মামুন এবি। বাংলাদেশ স্কাউটসের নতুন নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীকে অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরমের সাথে কোর্সের সার্টিফিকেটের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে বিধায় পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্সটি ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

হামদ, নাত, আযান-কিরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার মাহফিল

চট্টগ্রাম জেলা নৌ-স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ১১ জুন ২০১৮ বিকাল ০৩.৩০ টায় হাম, নাত, আযান-কিরাত প্রতিযোগিতা ও ইফতার মাহফিল নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এর অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। হাম, নাত, আযান-কিরাত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ (ইপিজেড) চট্টগ্রাম এর সিনিয়র শিক্ষক ও ইউনিট লিডার আরিফ বিল্লাহ, স্কিল কোর্স সম্পন্ন। চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর সচিব লেঃ কমান্ডার কে এম মারুফ হোসেন বিএন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে হাম, নাত, আযান-কিরাত প্রতিযোগীতায় ১ম ও ২য় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইফতার মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন ইউনিট লিডার আরিফ বিল্লাহ, স্কিল কোর্স সম্পন্ন। উক্ত ইফতার মাহফিলে জেলার কাব স্কাউট, নৌস্কাউটস, গার্ল-ইন-নৌস্কাউট-, রোভার, গার্ল-ইন-নৌরোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত লিডারসহ সর্বসোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন

বাংলদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চলের সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস ব্যবস্থাপনায় ১৩ মে ২০১৮ তারিখে সকাল ১০টায় বাংলদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রামে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে আগত শিক্ষক/ শিক্ষিকাসহ বিভিন্ন পেশার ৪০জন অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের সিডিউল অনুয়ায়ী কোর্স পরিচালিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের সচিব ই: লে: কমান্ডার কে এম মারুফ হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন "শিক্ষকতার পাশাপাশি স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণসহ স্কাউটিং এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ইউনিটে সময় দিতে পরামর্শ দেন এবং কোর্সের সকল অংশগ্রহণকারীকে পরবর্তী বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশে স্কাউটসের জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মশিউর রহমান্ন এবং প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মোঃ মুছা উডব্যাজার, শিমূল শীল উডব্যাজার এবং রমা বড়ুয়া উডব্যাজার।

কাপ্তাইয়ে ২১তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস নৌ অঞ্চলের পরিচালনায় এবং কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটসের সহযোগিতায় ২১তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স গত ৬-১২ মে ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল, কাপ্তাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, কাপ্তাই, মংলা ও কক্সবাজার জেলা নৌ স্কাউট থেকে ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ২১তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন মো: জাহাঙ্গীর আলম এ.এল.টি। কোর্সে ১০ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কোর্সে ট্রুপ মিটিং এর মাধ্যমে পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, হাইকিং এবং নৌবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব ইউনিটে ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। বাংলদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটস) ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মিসেস সুরাইয়া বেগম, এনডিসি মহোদয়ের উপস্থিতিতে বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের দীক্ষাদান করা হয়।

২১তম নৌস্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের সমাাপনী দিবসে সনদপত্র ও তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও কমিশনার নৌস্কাউটস রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন "স্কাউটিং এমন একটি মহান সাহসী কার্যক্রম যার মাধ্যমে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকশিত হয় এবং স্কাউটিং একজন ছাত্রছাত্রীকে নীতিবান, আদর্শবান এবং চরিত্রবান হতে সহায়তা করে।" এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির কমান্ডিং অফিসার কমডোর মাহবুব-উল ইসলাম, আঞ্চলিক সচিব ইঃ কমান্ডার এ এইচ এম মশিউর রহমান সহ ঘাঁটির পদস্থ কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মাহবুব খান, উডব্যাজার, চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্কাউটদের ফল উৎসব

ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ বরাবরই স্কাউটিং এর আদর্শকে মানুষ ও দেশের কল্যানে কাজে লাগাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।পথকলি বা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য পুষ্টিকর সুস্বাদু মৌসুমী ফল খাওয়াতে বিগত ১৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৪ ঘটিকায় আয়োজন করা হয়মৌসুমী ফলউৎসবের। যেখানে ৫০ জন শিশু তাদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফল খেয়েছে পেট ভরে। অনুষ্ঠানটি সফল করতে স্কাউট ও রোভার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করে।

ময়মনসিংহ জয়নুল উদ্যানে এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ পৌরসভার মাননীয় মেয়র মো: ইকরামুল হক টিটু মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউট লিডার এ এস এম মোকাররম হোসেন সরকার, জেলা রোভার এর সম্মানিত যুগ্মসম্পাদক সাইফুল ইসলাম, স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের রোভার শাখার সম্পাদক এস এম এমরান সোহেল, গার্ল ইন স্কাউট ইউনিট লিডার ফাতেমা আক্তার, রোভার স্কাউট লিডার রেজাউল করিম, আবুল খায়ের নাঈম, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার স্কাউট প্রতিনিধি অমিত কর ও স্কাউট শাখার সম্পাদক মতিউর রহমান ফয়সাল। চিল্ড্রেনস হেভেন ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি বিজয় রায় এর তত্ত্বাবধানে এ শিশুদের একত্র করা হয় ।অনুষ্ঠানটি সফল করতে অনুপ্রেরণা যোগান আমেরিকা প্রবাসী স্কাউটার মাহবুবুল হক (পিআরএস)।

■ খবর প্রেরক: মো: সাকিব
অগ্রদূত, জেলা সংবাদদাতা

Youth Mental Health First Aid Training কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ০৫-০৬ জুলাই, ২০১৮ইং তারিখে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট ডেনে এবং ১২-১৩ জুলাই, ২০১৮ইং তারিখে উলাপাড়া উপজেলার সরকারি আকবর আলী কলেজে Youth Mental Health First Aid Training অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি কোর্সে ২০ জন করে মোট ৪০ জন রোভার, রোভার লিডার, স্কাউট লিডার, কাব লিডার অংশগ্রহণ করেন। সিরাজ গঞ্জে ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কোর্সে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (এল.টি) , কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর এস এম মনোয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের যুগ্ন সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকী , ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইদ আবু বকর ।

কোর্সে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ-পাবনা জোন।

প্রশিক্ষনার্থীদের ইয়ুথ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মোঃ মাশুরুল হক রাজন এবং সিদ্দিকা রহমান।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হেমায়েত হোসেন রাতুল

সাতক্ষীরা জেলা রোভারের গাছের চারা বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল পরিচালিত রোভার স্কাউটিং শতবর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপি একযোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসাবে সাতক্ষীরা জেলা রোভারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কলেজের রোভার ও গার্লস ইন রোভারদের মধ্যে ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ জুন'১৮ শনিবার সকাল ১০টায় সাতক্ষীরা বন বিভাগ চত্বরে অনুষ্ঠিত কর্মসুচিতে সভাপতিত্ব করেন, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের প্রফেসর অধ্যক্ষ বিশ্বাস সুদেব কুমার। প্রধান অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মারুফ বিলাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ আবু সাঈদ, জেলা রোভারের কমিশনার এএসএম আব্দুর রশিদ, সম্পাদক এএসএম আসাদুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ ইমদাদুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন কলেজের এর এস এল, স্কাউট এবং রোভার ও গার্লস ইন রোভার উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তারা বলেন, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান অনেক বেশী। সেকারণে সকলকে বেশী বেশী গাছ লাগাতে এবং গাছের পরিচর্যা করার আহ্বান জানান।

■ খবর প্রেরক: মো: সাকিব
অগ্রদূত, জেলা সংবাদদাতা

গাইবান্ধায় রোভারের বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

রোভার স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস্ রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় এবং গাইবান্ধা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ জুন সকালে জেলায় বৃক্ষরোপন

রোভারের পক্ষ থেকে ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতি

কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় উদ্বোধনী দিনে জেলার ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'শতাধিক ফলদ, বনজ ও ওষধি বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়। সকাল ১০টায় গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বনজ গাছের চারা রোপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. জোবাইদুর রহমান, জেলা রোভার সম্পাদক ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী উজ্জল, জেলা রোভার নেতা মো. তামজিদুর রহমান, রোভার নেতা শামীম আরা বেগম, মোস্তাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সিনিয়র রোভার মেট মো. দিদারুল ইসলাম নিশাদ প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, গাইবান্ধা

জবি উপাচার্য ও ট্রেজারার মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের ২০১৮-২০১৯ রোভার-ইন-কাউন্সিলের নতুন কমিটি ১জুন গঠন করা হয়েছে। কাউন্সিলে ইংরেজি ইউনিটের সিনিয়র রোভার মেট মো. শেখ সাদ আল জাবের শুভ এবং নাট্যকলা ইউনিটের সিনিয়র রোভার মেট মো. এনামুল হাসান কাওছার সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

২৪ জুলাই ২০১৮ মঙ্গলবার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভারইন-কাউন্সিল (২০১৮-১৯) এর নব-নির্বাচিত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক ড.মীজানুর রহমান ও ট্রেজারার অধ্যাপক মো: সেলিম ভূঁইয়া এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড.মো: মনিরুজ্জামান খন্দকার ও রোভার স্কাউট লিডার জনাব কাজী ফারুক হোসেনসহ জবি রোভারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা ঃ রোভার স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় এবং গাইবান্ধা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ জুন সকালে জেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করে গার্ল-ইন রোভার সদস্যরা।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী গ্রুপ।

■ খবর প্রেরক: জবি সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা জেলা রোভারের গাছের চারা বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল পরিচালিত রোভার স্কাউটিং শতবর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপি একযোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসাবে সাতক্ষীরা জেলা রোভারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কলেজের রোভার ও গার্লস ইন রোভারদের মধ্যে ফলজ,বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ জুন'১৮ শনিবার সকাল ১০টায় সাতক্ষীরা বন বিভাগ চত্বরে অনুষ্ঠিত কর্মসুচিতে সভাপতিত্ব করেন, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের প্রফেসর অধ্যক্ষ বিশ্বাস সুদেব কুমার। প্রধান অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মারুফ বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাতক্ষীরা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ আবু সাঈদ, জেলা রোভারের কমিশনার এএসএম আব্দুর রশিদ, সম্পাদক এএসএম আসাদুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ সাবেক অধ্যক্ষ মো: ইমদাদুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন কলেজের এর এস এল, স্কাউট এবং রোভার ও গার্লস ইন রোভার উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তারা বলেন, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান অনেক বেশী। সেকারণে সকলকে বেশী বেশী গাছ লাগাতে এবং গাছের পরিচর্যা করার আহ্বান জানান।

■ খবর প্রেরক: মো: সাকিব
অগ্রদূত সংবাদদাতা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্বর্ণা সাহা
নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এবিএম মঞ্জুরুল হক চৌধুরী
৪০তম উইল'স লিটেল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ

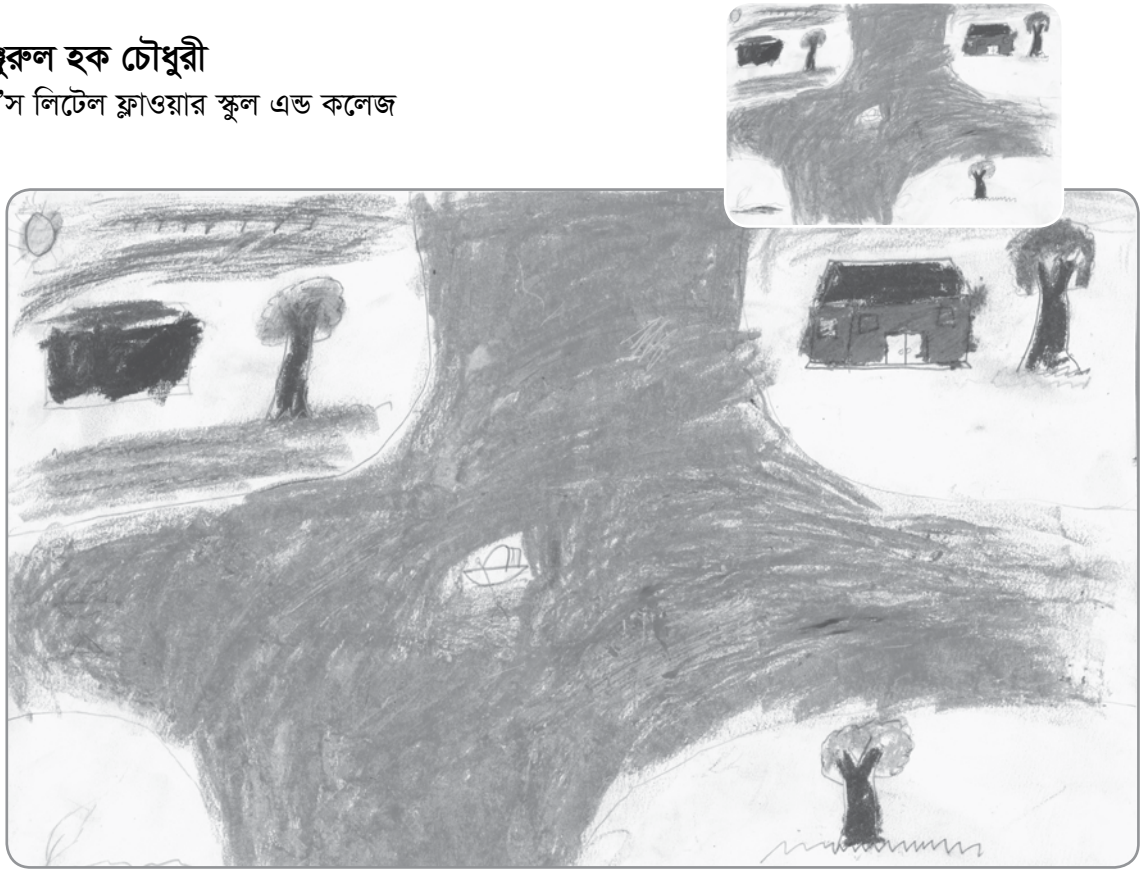

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 62, Issue 07, July 2018

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578